গান।

সুরধাম, ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

কলিকাতা।

[১৩২২

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র

নিবেদন।

পরমপূজনীয় স্বর্গীয় পিতৃদেবের কতিপয় বন্ধুমহোদয়ের উপদেশানুযায়ী তাঁহার গানগুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম। স্বর্গীয় পিতৃদেবের যে গানগুলি ইতঃপূর্ব্বে "হাসির গানে" ও "আর্য্যগাথায়" প্রকাশিত হইয়াছে, নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় সেগুলি আর ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল না।

গানগুলির বিন্যাস সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। পুস্তকের প্রথমেই স্বর্গীয় পিতৃদেবের অপ্রকাশিত গানগুলি সন্নিবেশিত করা হইল। তৎপরে তাঁহার নাটকাদিতে প্রকাশিত গানগুলি প্রত্যেক নাটক বা প্রহসন অনুসারে পৃথক্ পৃথক ভাবে নিবদ্ধ হইল।

মদীয় বৃদ্ধ-মাতামহ শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয় এ পুস্তকখানির প্রকাশ সম্বন্ধে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গণদেব গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়গণের নিকটেও আমি পুস্তকখানির মুদ্রণবিষয়ে অশেষরূপে ঋণী।

স্বর্গীয় পিতৃদেবের গানগুলির একখানি স্বতন্ত্র স্বরলিপি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সময়াভাবে এই পুস্তকখানির সঙ্গে দিতে পারিলাম না।

বিনয়াবনত—

১লা আশ্বিন, ১৩২১।

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়।				পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা।
হ		

শুদ্ধিপত্র

একই ঠাঁই চলেছি ভাই	১২ পৃষ্ঠা	একতালা।
প্রবল বাড়ব বহ্নির মত	১৬ "	একতালা।
যাও হে সুখ পাও যেখানে	১৮ "	তেওরা।
তুমিত মা সেই	২০ "	একতালা।
আজি গো তোমার চরণে	২২ "	একতালা।
আজি বিমল নিদাঘ প্রভাতে	৪২ "	ঝাঁপতাল।
প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব	৫৪ "	একতালা।
এখনো তারে চোখে দেখিনি	৮৬ "	একতালা।
কেন যামিনী না যেতে	৯৪ "	একতালা।
আর ত চাটগায় যাবো না	১০২ "	একতালা।
এখনও তপন উঠেনি গগনে	১১১ "	একতালা।
ভিতরে হাসিছে মুখরা যামিনী	১১৫ "	একতালা।
আহা কি মাধুরী বিরাজে	১৩৪ "	কাওয়ালী।
এ জীবনে পূরিল না সাধ	১৬৭ "	ঠুংরী।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গান

সাধের বীণা

জয়জয়ন্তী—মধ্যমান।

ওরে আমার সাধের বীণা, ওরে আমার সাধের গান,
(তোর ঐ) কোমল সুরে ব্যথা ঝরে, আকুল করে আমার প্রাণ
(ও তোর) শত তানে একই কথা, শত লয়ে একই ব্যথা,—
(শুধু) নিরাশার কাতরতা, হতাশার অপমান।

(কোরাস্)—

পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গায়িব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

গান

(যখন) বাঁণার সুরে গলা সেধে, গাইতে যাইরে ফেলি কেঁদে,
(শুধু) মিশে যায় সে মনের খেদে—আঁখির জলে অবসান ;
(কোথায়) আনন্দেতে উঠ্‌বো নেচে, মরা মানুষ উঠ্‌বে বেঁচে,
(আমি) পাইনা সুধা সাগর ছেঁচে—ভাগ্যে শুধুই বিষপান !

(কোরাস্)—

পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গায়িব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

(বীণা) পারো যদি জাগো তবে, বেজে ওঠো উচ্চ রবে,
(আজ) নূতন সুরে গাইতে হবে, আমি সঙ্গে ধরি তান ;
(ছেড়ে) লোক-লজ্জা, সমাজ-ভয়,—যাতে, সবাই
আবার মানুষ হয়,
(এমনি) গায়িতে পারি দয়াময়—কর এই বরদান।

(কোরাস্) -

পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গায়িব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

ভারতবর্ষ

ইমন্-ভূপালী—একতালা।

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সেকি কলরব, সেকি মা ভক্তি, সেকি মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"

(কোরাস্)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত!
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমলকমল-আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে—তপন তারকা চন্দ্র;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।

(কোরাস্)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট, সাগর-ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।

গান

কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে

(কোরাস্)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

উপরে, পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে, চুম্বি তোমার চরণ প্রান্ত ;
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি !

(কোরাস্) —

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ
জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !

(কোরাস্)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

ইমন্ কল্যাণ—একতালা।

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র :
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি, দর্শন উপনিষদে দীক্ষা :
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম্ম-ভক্তি ধর্ম্ম-শিক্ষা।

(কোরাস্) —

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং ভগবান্ যেই জাতির সঙ্গে :
ভগবৎপ্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম :
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল 'সোঽহং' ধর্ম্ম।

(কোরাস্) —

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

আর্য্য ঋষির অনাদি গভীর, উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র ;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি, নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র !

তাদের গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে, চ'লে যাব শির করিয়া উচ্চ,
যাদের গরিমাময় এ অতীত, তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ।

(কোরাস্)—

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

ভারত আমার, ভারত আমার, সকল মহিমা হৌক্ খর্ব্ব ;
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব ;
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ।
যাদের মহিমাময় এ অতীত, তাদের কখনও হবে না ধ্বংস !

(কোরাস্)—

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

চোখের সাম্‌নে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ'পরে, আছে বিধাতার করুণা দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি !

(কোরাস্)—

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

গিরি-গোবর্দ্ধন-গোকুল-চারী,
যমুনা-তীর-নিকুঞ্জ-বিহারী,
শ্যাম, সুঠাম, কিশোর, ত্রিভঙ্গিম
চিত্ত-বিনোদন-কারী।
পীতাম্বর, বনপুষ্পবিভূষণ,
চন্দন-চর্চ্চিত, মুরলী-ধারী,
যিসি রব্‌সে মোহিত বৃন্দাবন
উছলত যমুনা-বারি।
নূপুর-শিঞ্জিত, নৃত্য-বিমোহন,
কপট-চপল চতুরালী,
প্রেম-নিমীলিত, নয়ন-বিলোল
কদম্ব-তলে বনমালী।
নন্দকি নন্দন, মায়ি যশোদা,
নয়নাঞ্জন ব্রজবাল পিয়ারী,
যিসি লাগি থি কুল ছোড়ি রাধা
আকুল সব ব্রজনারী।
কংস-বিনাশক, মথুরাপতি জয়,
নিখিল-ভকত-জন-শরণ

দুর্জ্জন-পীড়ক, সজ্জন-পালক,
স্থর-নর-বন্দিত-চরণ।
জয় নারায়ণ, শ্রীশ, জনার্দ্দন,
জয় পরমেশ্বর, ভব-ভয়-তারী,
জয় কেশব, মধুসূদন, জয়
গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারি!

কীর্ত্তন

ও কে, গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়
পথে পথে ঐ নদীয়ায় !
ও কে, নেচে নেচে চলে, মুখে 'হরি' বলে
ঢ'লে ঢ'লে পাগলেরই প্রায়।

ও কে, যায় নেচে নেচে, আপনায় বেচে
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,
ও কে, দেবতা-ভিখারী মানব দুয়ারে
দেখে যা রে তোরা দেখে যা।

ও কে, প্রেমে মাতোয়ারা চোখে বহে ধারা
কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই ?
সব, দ্বেষ-হিংসা ছুটি' আসি' পড়ে লুটি'
(ও তার) ধূলি-মাখা দু'টি রাঙ্গা পায়।

বলে, ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চ'লে যাই
নৈলে প্রভু, তোমার প্রেমে গ'লে যাই !
এ যে, নূতন মধুর প্রণয়েরই পুর
হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই ?

(ও সে) বলে 'কৈ ত কেউ পর নাই'
(ও সে) বলে 'সবাই যে নিজ ভাই'
(ও সে) বলে 'শুধু হেসে শুধু ভালবেসে
(আমি) ভ্রমি দেশে দেশে এই চাই।'

(ঐ যে) নরনারী সব পিছে ধায়,
(ওই) প্রতিধ্বনি ওঠে নীলিমায়,
(তোরা) আয় সবে চ'লে, মুখে হরি ব'লে,
(তোদের) ছেঁড়াপুঁথি ফেলে চ'লে আয়।

বাগেশ্রী—আড়া।

কোথা তুমি কোথা তুমি বিশ্বপতি বৃথা বিশ্বময় খুঁজে বেড়াই :
তারা বলে সব দেখেছে তোমারে আমি কই নাহি দেখিতে পাই '
সিংহশিশু করে মেষরক্ত পান, বলী বলহীনে করে অপমান,
তুমি সর্ব্বশক্তি তুমি ন্যায়বান, দূরে কি বসিয়া দেখিছ তাই ?
ধনীর আস্পর্দ্ধা কপটের জয়, ধর্ম্মের পতন তবে কেন হয় ?
তুমি যদি প্রভু দেব দয়াময়, এ নিয়ম তরে তবে কে দায়ী ?
তার চেয়ে বলি শোক, দুঃখ, জরা, পীড়ন, পেষণ, অবিচার ভরা
আপনি চলেছে অরাজক ধরা, এ রাজ্যের রাজা কেহ ত নাই।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

একই ঠাই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি,
জীবন, জল-বিম্ব-সম, মরণ, হ্রদ-হৃদি :
দুঃখ মিছে কান্না মিছে, দু'দিন আগে দু'দিন পিছে,
একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী।
একই ঘোর আঁধারে আছে ঘেরিয়া চারিধারে,
জ্বলিছে দীপ নিভিছে দীপ সেই অন্ধকারে,
অসীম ঘন নীরবতায়, উঠিয়া গীত থামিয়া যায়
বিশ্ব জুড়ি' একই খেলা চলেছে নিরবধি!

বাউল।

একবার গালভরা মা ডাকে।

মা ব'লে ডাক্, মা ব'লে ডাক্, মা ব'লে ডাক্ মাকে।

ডাক এম্‌নি ক'রে, আকাশ, ভুবন সেই ডাকে যাক্ ভ'রে

আর ভায়ে ভায়ে এক হ'য়ে যাক্ যেখানে যে থাকে।

দু'টি বাহু তুলে নৃত্য ক'রে ডাক্‌রে মা মা ব'লে,

আর নেচে নেচে আয়রে মায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে ;

মায়ের চরণ দু'টি জড়িয়ে ধ'রে আন্‌রে মায়ে লুটে,

ছেলের শুন্‌লে সে ডাক্ দেখ্‌বো সে মা কেমন ক'রে থাকে।

দিয়ে করতালি মা মা বলি' ডাক্‌রে এম্‌নি ভাবে,

উঠে প্রবল বন্যা ভাবে ভুবন ভাসিয়ে দিয়ে যাবে,

মায়ের বুকের উপর আছ্‌ড়ে প'ড়ে চক্ষু দু'টি মুদে,

আমার গান ভেসে যাক্ প্রাণ ভেসে যাক্ দেখি শুধুই মাকে।

(সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু উপলক্ষে)

ইমন্—যৎ।

যখন ঘন মেঘ গগন হ'তে ধীরে যাইতেছিল অপসারি'
হইতেছিল ক্রমে শান্ত সুনির্ম্মল প্রপাত উচ্ছল বারি,
যখন রণভেরী সঘন গরজন আসিতেছিল হ'য়ে স্তব্ধ,
তখন গেল চলি' ধর্ম্মবীর এক কর্ম্ম করি' তার বন্ধ।

(কোরাস্)—

গিয়াছে সেইজন তোমার কাছে আজ, ধরণী ধর তায় বক্ষে,
প্রকৃতি কাঁদো আজ মলিন অধোমুখে, আবরি' অঞ্চল চক্ষে।

হয়নি বিচলিত হৃদয় কভু যার সংশয় কি সন্দেহে,
মহৎ পরিণামে গভীর নির্ভর প্রগাঢ় বিশ্বাস স্নেহে,
শান্তি ছিল যার সাধনা জীবনের, শান্তি ছিল যার তন্ত্র,
জগতে স্থাপিবারে জাতির পরিবার জীবনে ছিল যার মন্ত্র।

(কোরাস্)—

গিয়াছে সেইজন তোমার কাছে আজ, ধরণী ধর তায় বক্ষে,
প্রকৃতি কাঁদো আজ মলিন অধোমুখে, আবরি' অঞ্চল চক্ষে।

একই সুবিশাল বিশ্ব-পরিবার, কে পারে করিবারে খর্ব্ব,
ভিন্ন করে তায় সাগর পর্ব্বত, ভিন্ন করে তায় গর্ব্ব,

আবার এক লোক, সাধনা ছিল যার (নহে সে বিশ্বাস ভ্রান্তি)
বিশ্ব'পর- শুধু বহিয়া যাক্ এক স্নিগ্ধ সুগভীর শান্তি !

(কোরাস্)—

গিয়াছে সেইজন তোমার কাছে আজ, ধরণী ধর তায় বক্ষে,
প্রকৃতি কাঁদো আজ মলিন অধোমুখে, আবরি' অঞ্চল চক্ষে।

সুধীর, সুব্রত, স্বাধীন, সংযত, সুজন, শ্রমী, সুচরিত্র,
গিয়াছে চলি' সেই বৃটন-গৌরব এ দীন ভারতের মিত্র।
গিয়াছে চলি' আজ বৃটন মহারাজ রাখি' এ বিদ্বেষ-দ্বন্দ্ব,
ধর্ম্ম কর আজ, দুঃখ বেদনাই, কর্ম্ম কর আজ বন্ধ।

(কোরাস্)

গিয়াছে সেইজন তোমার কাছে আজ, ধরণী ধর তায় বক্ষে,
প্রকৃতি কাঁদো আজ মলিন অধোমুখে, আবরি' অঞ্চল চক্ষে।

মন্দীভূত হ'য়ে আসিতেছিল যবে সঘন রণভেরী বিশ্বে,
সহসা আসি' কাল লইয়া গেল এক সুজন শান্তির শিষ্যে।
ছিল না অসিবল, ছিল না মসীবল, ছিল না রসনায় শক্তি,
মহৎ পরিণামে শুধুই নির্ভর শুধুই স্নেহ দয়া ভক্তি।

(কোরাস্)—

গিয়াছে সেইজন তোমার কাছে আজ, ধরণী ধর তায় বক্ষে,
প্রকৃতি কাঁদো আজ মলিন অধোমুখে, আবরি' অঞ্চল চক্ষে।

(সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের ভারত আগমনোপলক্ষে।)

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী।

প্রবল বাড়ব বহ্নির মত বারিধি বক্ষ হ'তে,
উঠিয়া যে জাতি চলিল রঙ্গে আবার আলোক স্রোতে;
মথিয়া জলধি দলিয়া মেদিনী লঙ্ঘি' শৈলরাজি,
সে জাতির রাজা মহারাজ ঐ ভারতে এসেছে আজি।

(কোরাস্)—

বাজুক্ দামামা উঠুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি',
ভারতের রাজা ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

যে জাতি গ্রীসের করিল মুক্ত দৃঢ়বন্ধন-পাশ,
করিল বিধান রবে না মানুষ মানুষের ক্রীতদাস;
প্রচারিয়া স্বাধীনতার তন্ত্র বিপুল বিশ্বমাঝে,
সে জাতির রাজা মহারাজ ঐ ভারতে এসেছে আজি।

(কোরাস্)

বাজুক্ দামামা উঠুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি',
ভারতের রাজা ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি!

নিউটন যার বাঁধিল সূত্রে জগৎ জগৎ সনে,
ডারুইন্ যার বাঁধিল নিয়মে জগতের জীবগণে,

সেক্সপীর যার বাঁধিল ছন্দে হৃদয়রত্নখনি,
এসেছে প্রথম আজি এ ভারতে সে জাতির নৃপমণি।
(কোরাস্)—
বাজুক্ দামামা উঠুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি',
ভারতের রাজা ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

মানিয়া লইল শাসন যার অনার্য্য আর্য্য সুত,
স্থাপিল ভারতে গভীর শান্তি সাম্য মন্ত্রপূত,
মুক্ত করিল স্বাধীন ধর্ম্ম স্বাধীন চিন্তা স্রোতে,
সে জাতির রাজা এসেছে ভারতে সুদূর বৃটন হ'তে!
(কোরাস্)—
বাজুক্ দামামা উঠুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি',
ভারতের রাজা ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

কোথায় বৃটন কোথায় ভারত ভিন্ন আকাশ যার,
এখানে যখন আলোক তখন সেখানে অন্ধকার;
মধ্যে গভীর গরজে জলধি লঙ্ঘি' সে পারাবারে,
এসেছে ভূপতি লহ মা ভারত বরণ করিয়া তারে।
(কোরাস্)—
বাজুক্ দামামা উঠুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি',
ভারতের রাজা ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

ইমন্ কল্যাণ—ঝাঁপ

যাও হে সুখ পাও যেখানে সেই ঠাঁই, আমার এ দুখ আমি
দিতে ত পারি না;
(তুমি) রহিলে সুখে নাথ পুরিবে সব সাধ, নিরাশা কভু যদি
ললাট ঘিরে—
তখনই এই বুকে আসিও ফিরে।

হয়ত ধন দিবে সে সুখ আনি, দিতে যা পারে নি এ হৃদয়খানি,
তাহাতে সুখী হও আমারে ভুলে যাও, নিরাশ হও যদি
ধনে কি সুখে—
তখনই ফিরে এস আমার বুকে।

অথবা ধন চেয়ে তুমি বা যশ চাও তাহাতে সুখী হও ফিরিয়া
চেয়ো নাও,
(যদি) না পূরে অভিলাষ, অথবা মিটে আশ, পরি সে
গরিমার মুকুট শিরে—
যদি বা প্রাণ চায় এস হে ফিরে।

হয়ত দিতে পারে অপর কেহ, আমার চেয়ে যদি মধুর স্নেহ,
মিটিলে সব সাধ, ভাঙ্গিলে অবসাদ প্রাণের নিরাশায়
গভীর দুখে—
যদি বা প্রাণ চায় এস এ বুকে।

এ হৃদি যাও চলি' চরণে দলি' তায়, অথবা ভুলে ধর আমার
বলি' তায়,
রবে সে চিরদিন, তোমারি পরাধীন, যখনই মনে পড়ে
অভাগিনীরে—
তখনি এই বুকে আসিও ফিরে।

ইমন্—ঢিমা তেতালা।

তুমিত মা সেই তুমিত মা সেই চির-গরীয়সী ধন্যা অয়ি মা !
আমরা শুধুই হ'য়েছি মা হীন, হারায়েছি সব বিভব, গরিমা ;
তুমিত মা আছ তেমতি উচ্চ, আমরা শুধুই হ'য়েছি তুচ্ছ,
তোমারি অঙ্কে লভিয়া জনম, জানিনা কি পাপে এ তাপ সহি মা !
এখনো তোমার গগন সুনীল, উজল তপন তারকা চন্দ্রে,
এখনো তোমার চরণে ফেনিল, জলধি গরজে জলদ-মন্দ্রে ;
এখনো ভেদি' হিমাদ্রি-জঙ্ঘা, উছলি' পড়িছে যমুনা গঙ্গা,
ঢালিয়া শতধা পীযুষ পুণ্য তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি' মা !
তুমিত মা সেই সুজলা সুফলা, এখনও হরষে ভাসায় নেত্রে,
পুষ্প তোমার নিবিড় কুঞ্জে, শস্য তোমার শ্যামল ক্ষেত্রে ;
তোমার বিভবে পূর্ণ বিশ্ব, আমরা দুঃখী আমরা নিঃস্ব,
তুমি কি করিবে তুমিত মা সেই মহিমা-গরিমা-পুণ্যময়ী মা !

ভৈরবী—যৎ।

পাগলকে যে পাগল ভাবে,
এখন সে পাগল কি ঐ পাগল পাগল
একদিন সেটা বোঝা যাবে।
নয় কে পাগল ভুবন 'পরে?
কেউবা পাগল মানের তরে,
কেউবা পাগল রূপের লাগি', কেউবা পাগল ধনলোভে।
নিমাই সন্ন্যাসী হ'ল প্রেমের পাগল হ'য়ে শুনি,
জ্ঞানের পাগল হ'য়ে বুদ্ধ রাজ্য ছেড়ে হ'ল মুনি,
ব্রহ্মা পাগল ধ্যান করি',
পরের জন্য পাগল হরি,
ভাবে পাগল শ্মশান-ভূমে বেড়ায় ভোলা উদাসভাবে।

ইমন্-কল্যাণ—ঢিমা-তেতালা।

আজি গো তোমার চরণে জননি আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান ;
ভক্তি-অশ্রু-সলিলসিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান !
মন্দির রচি মা তোমার লাগি', পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি',
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান !

(কোরাস্) -

জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল-কমল চরণে স্থান !

জান কি জননি জান কি কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত !
হায় মা ! যাহারা তোমার ভক্ত নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত !
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য, সহেছি মা সুখে তোমারি জন্য,
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে ধরেছি যেন সে মহৎ মান।

(কোরাস্)--

জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল-কমল-চরণে স্থান !

নয়নে বহেছে নয়নের ধারা জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর-জ্বালায় পিইয়া তোমার বচন-সুধা।

মরুভূমে সম যখন তৃষায়, আমাদের মা গো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মা গো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান।

(কোরাস্)—

জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল-কমল-চরণে স্থান !

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি',
বাসনা তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দু'টি।
চাহিনাক কিছু, তুমি মা আমার,—এই জানি শুধু নাহি জানি আর,
তুমি গো জননি হৃদয় আমার, তুমি গো জননি আমার প্রাণ !

(কোরাস্)—

জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল-কমল-চরণে স্থান !

পিলুবারোঁয়া—যৎ।

এস মা, এস মা আজি, অভয়া বরদা তারা!
হরষমগন কিবা ভুবন আপনহারা।
উঠেছে মধুর গীতি, উথলে জগতে প্রীতি,
প্রভাতের সমীরণ বরিষে অমিয়-ধারা।
চেয়ে আছি পথপানে হৃদয়-দুয়ার খুলি',
এস গো করুণাময়ি, দাও মা চরণ-ধূলি,
ভুলায়ে দাও মা শত, হৃদয়-বেদনা ক্ষত,
ভেঙে দাও ধনমদ বিষয়-বাসনা-কারা।
উঠেছে উষার আলো ছাপিয়া জগতকূলে,
লেগেছে তাহার ঢেউ তোমার চরণমূলে,
দাঁড়ায়ে দুয়ারে সারি, দেখ কত নরনারী,
ভকতি-বিহ্বল-চিত, পুলকিত মাতোয়ারা।

সিন্ধু—একতালা।

কেন দুরাশ ছলনে ভুলি' হইনু হৃদয়হারা,
কেন মানব হইয়ে চাহি পিয়িতে অমিয়ধারা ?
অবোধ কুমুদ কাঁদে, কেন লো চুমিতে চাঁদে ?
যখন অযুত তারা শশিপ্রেমে মাতোয়ারা।
সমানে সমানে হয়, প্রণয়েরি বিনিময়,
মেঘ কি বিজলী ছাড়ি' ধরে হৃদে দীপজ্বালা ?
রাজা কে কিসের আশে, ভিখারী-দুয়ারে আসে ?
জোনাকীর প্রেমে কভু নেমে কি আসে লো তারা ?

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী

মনে কত ভালবাসা আঁধারে লুকায়ে আছে,
ফুটিতে পারে না ভয়ে হিমে ঝ'রে যায় পাছে;
হৃদয় গোপন ক'রে রবে নিজ মান ভরে,
পারে না মরম-কথা কহিতে কাহারো কাছে।

বাউল।

আমরা খাসা আছি,--
হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।
ভুলে চন্দ্রবদনখানি, গল্পগুজব কর্ত্তে জানি :
চন্দ্রমুখে আহার করি দুগ্ধ-সর-চাঁচি।
আবার হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।
দাঁড়িয়ে যদি থাক্‌তে পারি, চল্‌তে ফির্ত্তে বেজায় ভারি
বস্‌তে পেলে দাঁড়াইনাক, শুতে পেলেই বাঁচি,
আবার হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।

শঙ্করা—কাওয়ালী।

খাও দাও নৃত্য কর মনের সুখে।
কে কবে যাবি রে ভাই শিঙ্গে ফুঁকে॥
এক রকম যাচ্ছে যদি যাক্ না কেটে;
পরে যা হবার হবে কাজ কি ঘেঁটে?
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও, কোমর এঁটে—হাস্যমুখে;
এ ভবে রাজা প্রজা সবই সমান,—দেখলে একটু ভিতর ঢুকে॥
আছিস্ তুই পেঁচার মতন ব'সে কেটা?
যাচ্ছিস্ কে উড়িয়ে ধূলো?—যা না বেটা!
দু'দিনে ভবের মজা ভবের লেঠা যাবে চুকে,
বাহবা! মজাদারি! বলিহারি! বোম্ ভোলানাথ—কপাল ঠুকে।

কাফিসিন্ধ—কাওয়ালী।

দূরে থেকে দেখ্‌তে ভালো, দেখ নয়ন মেলে,
পস্তাবে গো আরো বেশী কাছে ঘেঁসে এলে।
আমরা, হেল্‌ছি দুল্‌ছি তুল্‌ছি ফণা কাল-ভুজঙ্গিনী,
একান্তই মন্দভাগ্য কাছে আসেন যিনি,
পাশ কাটিয়ে চ'লে যেও, পথে দেখা পেলে।
আমরা নিজে পুড়ি, অন্যে পোড়াই, কেরোসিনের আলো.
দেখো, ভুলে হাত দিও না চাহো যদি ভালো ;
জ্বল্‌বে তখন বিষম রকম, হাত পুড়িয়ে ফেলে।
আমরা যাচ্ছি ব'য়ে ভবের মাঝে রূপের মহানদী,
তীরে থেকে দেখো তারে—দেখ্‌তে চাহো যদি,
রূপতরঙ্গে ঝাঁপ দিও না, ঝাঁপ দিলে ত গেলে।

কীর্ত্তন।

ঐ সেদিন নাইরে ভাই, আর সেদিন নাইরে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের সেদিন আর নাই ;—
ঐ ক্ষত্র হোক্, বৈশ্য হোক্, শূদ্র হোক্—সবে
ঐ ব্রাহ্মণের শাপভয়ে কাঁপিত রে যবে ;
যবে গণ্ডূষে সাগর-জল করিলাম পান ;
যবে কটাক্ষে করিলাম ভস্ম সগর-সন্তান ;
যবে দ্বিজ-পদাঘাত-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধরি',
স্বয়ং পরম গৌরবান্বিত হ'তেন শ্রীহরি।—

(একত্রে ক্রন্দন) ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া।

ঐ সেদিন নাইরে ভাই, আর সেদিন নাইরে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের গৌরবের সেদিন আর নাই ;—
ঐ গেয়েছিনু যেইদিন সামবেদগান ;
ঐ রচেছিনু যেইদিন দর্শন, পুরাণ ;
ঐ লিখেছিনু যেইদিন মনুর সংহিতা,
ঐ শকুন্তলা, রামায়ণ, জ্যোতিষ ও গীতা ;
ঐ ম্লেচ্ছ নব্যহিন্দু যত মিলে আজ সবাই,
ঐ অনায়াসে গো-ব্রাহ্মণে কর্ত্তে চায় জবাই।—

(একত্রে ক্রন্দন) ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া।

ঐ সেদিন নাইরে ভাই, আর সেদিন নাইরে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের আহারের সেদিন আর নাই ;—
ঐ উঠে গেল যাগ যজ্ঞ কলিকালের ফেরে ;
ঐ প্রণামও করে না শূদ্র দেখি' ব্রাহ্মণেরে ;
বরং বিলেত থেকে ফিরে এসে পাইলে সুবিধা,
ঐ ব্রাহ্মণেরেও জেলে দিতে করে নাক দ্বিধা ;
আর আমরাই তাদের করি নতশিরে সেলাম ;—
ঐ কলিকালের মহাঘোরে—-এবার আমরা গেলাম।
(একত্রে ক্রন্দন) ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া।

খাম্বাজ—যৎ।

হে সুধাংশু, কেন পাংশু বদন তোমার ?
বিষাদের রেখা কেন বা আননে ?
নিরখি' অরুণোদয়, হাসে বিশ্ব সমুদয়,
ও মুখ প্রফুল্ল নহে সে কিরণে।
ধীরে ধীরে রবিপানে, চাহিয়ে বিষণ্ণ প্রাণে,
পড়িছ ঢলিয়া পশ্চিম প্রাঙ্গণে ;
এই ছিলে হাসি হাসি, ঢালি' কর সুধারাশি,
ভাসি নীলাম্বরে শত তারা সনে ;
লুকালো সে তারা সব, অস্তমিত সে গৌরব,
আর কি হে শশী ফিরিবে গগনে।

বাগেশ্রী মল্লার—আড়া।

কেন আর এ ভাঙ্গাঘরে মারিস্ তোরা সিঁধকাটি ?
ছিন্ন তরুর মূলে হ'তে কেন তুলে দিস্ মাটি ?
বিষে জর জর প্রাণে, কেন হানিস্ বিষবাণে ?
পাপের বন্যাভরা দেশে, আনিস্ নরক খাল কাটি' ?
কেন শীর্ণ মলিন দুখে, মারিস্ কুঠার মায়ের বুকে ?—
দু'দিন গেলে দিস্‌রে ফেলে—পুরাস্ প্রাণের আকাঙ্ক্ষাটি !

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মনের বাসনা বুঝি বা রয়ে যায়।
পথ চেয়ে চেয়ে বুঝি বেলাটি ব'য়ে যায়।
আসে শুধু সমীরণ করুণ মর্ম্মর-তানে,
'আসে নি আসে নি সে'—এ বারতা ক'য়ে যায়
ফিরে যাই শূন্য ঘরে বিরহ-হুতাশে;
ধীরে ডুবে যায় রবি, সন্ধ্যা হ'য়ে আসে;
ধিক্ ধিক্ এ জীবন, ধিক এ জনম মোরি;
এ যৌবন বুঝি সখি, বিফল হ'য়ে যায়।

কীর্ত্তন।

কেন খুঁজ্‌তে যাস্‌রে বিমল প্রেমে, এ জগতে ভাই!
কেন মিছা খুঁজা, পাবি না যা—হেথা রে তা নাই।
হেথা শুধুরে প্রাণ-দান—প্রতিদান বেচা-কেনা হয়;
এ প্রেম অভিলাষ, আর অবিশ্বাস, আর অভিমানময়;
শুধু যৌবনস্বপন, বিরহ, মিলন, চাহনি, চুম্বন ছাই।
এ প্রেম টাকার জমক, রূপের চমক, কুল, মান চায়;
এ প্রেম পূর্ণ হ'লে আশ, মিটিলে পিয়াস, মিলাইয়ে যায়;
কেন চাস্ হেথা বল্ সে প্রেম অটল, তারা সম স্থির;
সে সঙ্গীত মহান্ গগনের গান,—নয় এ পৃথিবীর;
বার দু'একটি কর—পথহারা স্বর—মাঝে মাঝে মোরা পাই।

ভৈরোঁ—রূপক।

ঐ প্রণয় উচ্ছ্বাসি' মধুর সম্ভাষি' যমুনায় বাঁশী বাজে ;
ঐ কানন উছলি' 'রাধে রাধে' বলি'—যায় চলি' বনমাঝে।
পড়ে ঘুমাইয়ে ঐ তারাকুল সই, অধরে মিলায়ে হাসি :
ঐ যমুনায় এসে নায় এলোকেশে নিভৃতে জোছনা রাশি।
ঐ নিশি পড়ে ঢুলে যমুনার কূলে উছলে যমুনা-বারি :
সখি ত্বরা ক'রে আয় যাই যমুনায় হেরিতে মুরলী-ধারী।
ঐ সমীরণ ধীরে উঠিল জাগি রে, জাগিল পূরবে ভাতি :
ঐ কুঞ্জে গীত উঠে কুঞ্জে ফুল ফুটে—সখি রে পোহাল রাতি

মিশ্র ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

হেসে নেও—এ দু'দিন বই ত নয়;
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।
ফোটে ফুল, গন্ধ ছোটে তায়,
তুলে নেও—এখনই সে ঝ'রে যাবে হায়;
গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায়,
এলে মলয় পবন ক'দিন রয়।
আসে যায় আসে ফের জোয়ার,
যৌবন আসে যায়, সে কিন্তু ফেরেনাক আর;
পিয়ে নেও যত মধু তার।
—আহা যৌবন বড় মধুময়।
আছে ত জীবন-ভরা দুখ,
আসে তায় প্রেমের স্বপন—দু'দণ্ডেরই সুখ;
হারায়ো না হেলায় সে টুক,—
ভালবাস ভুলে ভাবনা ভয়।

কালাংড়া—খেম্‌টা।

বনে বনে কুসুম ফোটে, ওঠে যখন মলয়-বায়,
পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর ছোটে, কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল গায়।
হাতে ল'য়ে ফুলধনু, ফুলধনু হেসে চায়,
বকুল ফুলের মালা গলে, পদ্মফুলের নূপুর পায়,—
বলে 'আজি আমি রাজা, -পথ ছেড়ে আজ দাও আমায়'
না মানিলে ফুলশরে, হৃদি বিঁধে চ'লে যায়।

আলেয়া—ঝাঁপতাল।

ধীর সমীরণে মধুর মধুমাসে,
নিয়ত কিসের মত কি যে প্রাণে ভেসে আসে--
না জানি কেন এত সুধা মলয় বাতাসে,
কি সুখে ধরা ফুলভরা এত হাসি হাসে,
প্রেমের কথা পবন মনে পাঠায় সে কাহার পানে,
এত কুহুস্বরে প্রাণ ভ'রে কারে ভালবাসে।

গৌড়সারং—ঝাঁপতাল।

কি জানি কেন কোয়েলা গায়, এত মধুর তানে !
ও কুহু কুহু, কুহুর তান শিখিল কোন্ খানে !
কত যে নব মিলন-কথা, কত দীর্ঘ বিরহ-ব্যথা,
লুকানো ঐ কুহু কুহু কুহু কুহু কুহুর তানে।
বলে সে বুঝি "এসেছি আমি, ওগো, এসেছি আমি,
বিশ্বভরা অমিয় ল'য়ে স্বর্গ হ'তে নামি' :
সঙ্গে ল'য়ে শ্যামল ধরা, পুষ্পিত সুগন্ধ ভরা,
সঙ্গে ল'য়ে মলয়-মধু তব সন্নিধানে।"
মধুরতর মিলনগাথা গেয়েছে কবি শত ;
গায়নি কেহ বিরহ-গান পাখী রে তোরই মত।
কি অনুরাগ কি অনুনয়, কত বাসনা বেদনাময়,
ও কুহু তাই আকুল করে বিরহিজন-প্রাণে।

বেহাগ—আড়খেম্‌টা।

সে কেন দেখা দিল রে না দেখা ছিল যে ভালো,
বিজলীর মত এসে সে কোথা কোন্ মেঘে লুকালো!
দেখিতে না দেখিতে সে কোথা যে গেল রে ভেসে;
যেন কোন্ মায়া-সরসী ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো।
যেন কোন্ মোহন বাঁশি রে সুমধুর জোছনা-নিশি—
বাজিতে না বাজিতে সে জোছনায় গেল রে মিশি',
যেন বা স্বপনেতে কে আমারে গেল গো ডেকে,
প্রভাত আলোরই সনে মিশালে যেন সে আলো।

[illegible]

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আজি বিমল নিদাঘ প্রভাতে,
কত গীতে, সুগন্ধে, শোভাতে,
আহা যাইছে নিখিল ছাপিয়া।
আজি স্নিগ্ধ মন্দ পবনে,
ঘন মঞ্জু কুঞ্জ ভবনে,
মরি কি গান গাইছে পাপিয়া।
আজি প্রভাত কনক মহিমোজ্জ্বল
শান্ত সুনীল গগন
তার চরণে নিলীন মধুর ধরণী
কিরণমুগ্ধ মগন,
আজি কি ব্যথা উঠিছে জাগি' রে
মম হৃদয় কাহার লাগি' রে,
যেন উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

সিন্ধু—মধ্যমান।

আপন মনে কি যে বলে, আপন মনে কি যে গায়।
আপন মনে হেসে হেসে চ'লে চ'লে চ'লে যায়॥
হাসিতে তার মাণিক ছড়ায়, অশ্রুতে তার মুক্তা গড়ায়,
নয়ন-কোণে অশ্রুকণা দেখ্‌লে কি আর থাকা যায়।
আদর ক'রে সোহাগ ভরে বুকের 'পরে নিই গো তায়।

বনের তাপস মোরা থাকি বন ভবনে,
কান্তারে, প্রান্তরে, শ্যাম পুষ্পিত উপবনে।
প্রভাতে কোকিল পাখী কুঞ্জবন মাঝে থাকি,
জাগায় মোদের ঢালি' স্বরসুধা শ্রবণে।
মধ্যাহ্নে তরুর ছায় ব'সে থাকি চাহিয়া,
দেখি নদী ব'হে যায় কুলুরবে গাহিয়া ;
সায়াহ্নে প্রকৃতি আসি', অধরে মধুর হাসি,
শুনাল অমর গীত মৃদুমন্দ পবনে।

আমি বুঝি সং ?

তোমরা যে সব হাস্‌ছো দেখে আমার বেজায় নতুন ঢং ?
ভাব্‌ছো আমার টল্‌ছে পা ?—
মিথ্যে কথা, মোটেই না।
শুধু ফেল্‌ছি চরণ নতুন ধরণ বাহির কচ্ছি রং বেরং।
আবোল তাবোল বক্‌ছি আমি কি ?—
ইচ্ছে ক'রে শুদ্ধ ভাষা গুছিয়ে বল্‌ছি নি।
ব'সে রৈলাম হ'য়ে গোঁ,
কচ্ছে মাথা ভোর্‌-র্‌ ভোঁ
তোমরা যে সব হাস্‌ছো দেখে হচ্ছি আমি রেগে টং।

মিশ্র কানাড়া—আড়া।

তারা কি আঁধারে জ্বলে, হিমে কি ফুল ফোটে হায়!
অবহেলা অনাদরে প্রেম লো শুকায়ে যায়।
গুণীর পরশ বিনা, গানে কি শিহরে বীণা?
কুহরে কোকিল কি লো, বিনা সে মলয় বায়?
নিরাশা, বিয়োগ, ভয়, প্রেমের মরণ নয়,—
বাঁচে না শুধু সে ঘৃণা অবহেলা যাতনায়।

ঢালো অমিয়া ঢালো কিশোর সুধাকর, আকুল তৃষা
অতি অধীরা ;
উঠুক শিহরিয়া তপ্ত ধমনীর রক্ত ঢেউ—ঢালো মদিরা।
ঢুলাও চামর বসন্ত সিঞ্চ সুগন্ধ চঞ্চল পবনে,
বাজো সুললিত মৃদঙ্গ মন্দিরা মুরলী নন্দন ভবনে ;
গাও বিকম্পিত করি' দিগন্ত বিমুগ্ধ অপ্সরা রমণী,
নৃত্য কর মদমত্ত, মন্মথ হৃদয়ে বিঁধ শর অমনি।

মল্লার—একতালা।

বরষা আইল ওই ঘন ঘোর মেঘে দশদিক্ তিমিরে আঁধারি।
আকুল বেদনা আর হৃদয় আবেগে রাখিতে রাখিতে নাহি পারি।
চমকে চপলা, চিত চমকে, সঘন-ঘন গরজনে কাঁপে
হিয়া সখি রে—
ঝর ঝর অবিরল বহে জলধারা, ঝর ঝর চোখে বহে বারি।
সঘন আঁধার ওই ঘনাইয়া আসে, বিষাদে হৃদয় আসে ছেয়ে,
বাতাস মিশায়ে যায় সজল বাতাসে শূন্য নয়নে রহি চেয়ে ;
কত না নিহিত ব্যথা, নিহিত যাতনা কত, হৃদয়ে জাগিয়া
উঠে সখি রে
মরম ভেদিয়া উঠে গভীর নিরাশা, ধিক্ ধিক্ জনম আমারি।

ফুলমালা গলে পরি, ফুলরেণু গায়ে মাখি,
ফুলসাজ পরি কেশে, ফুলে নব তনু ঢাকি
ফুলধনু ধরি করে, হানি হৃদে ফুলশরে,
ফুলবাসে ছেয়ে আসে অলস অবশ আঁখি :
ফুলখেলা ফুলবঁধু, পান করি ফুলমধু,
ফুলদল 'পরে শুয়ে, ফুলপানে চেয়ে থাকি

বারোঁয়া—আদ্ধা।

আজি মোর প্রাণ কি চায়।
জাগে এ হৃদয় আজি কি আকুল বাসনায়॥
আজি এ অধীর প্রাণে কেন প্রবোধ না মানে,
কোন্ অজানিত টানে কার পানে ভেসে যায়।

মদন ও রতি। আমরা এম্‌নি ক'রে মজাই কুল।
এ ভুবনে আমরাই যত অনিষ্টেরই মূল।
মদন। আমি বুকে হানি পুষ্পশর ;
রতি। আমি হানি বক্ষে বক্ষঃ, অধরে অধর ;
মদন। বিছায়ে দি' পাতার শয়ন ;
রতি। ছড়ায়ে দি' ফুল।
মদন। প্রেমের শ্বাসে দিইছি সুবাস, প্রেমের ভাষে গান ;
রতি। অধর-কোণে দিইছি মধু, নয়ন-কোণে বাণ :
মদন। আমি করি সৃষ্টি স্বর্গলোক :
রতি। আমি করি বৃষ্টি সুধা—মিলন-সম্ভোগ :
মদন। উড়ায়ে দি' আঁচলখানি ;
রতি। এলায়ে দি' চুল।
মদন। দেবতা জানে আমার প্রতাপ মানুষ কিবা ছার ;
রতি। আমি কিন্তু ষোলকলা পূর্ণ করি তার ;
মদন। আমি কেবল রটাই প্রেমের জয় ;
রতি। আমি শুধু প্রেমের বিপদ ঘটাই ভুবনময় ;
উভয়ে। আমাদেরই সৃষ্টি করা বিধির বিষম ভুল।

যোগিয়া ভৈরোঁ—একতালা।

ফুল ফুটেছে, চাঁদ উঠেছে, আস্‌ছে ভেসে মলয় বায়।
সাদা সাদা মেঘগুলি ঐ যাচ্ছে ভেসে নীলিমায়॥
বনের মধ্যে কোকিল পাখী, থেকে থেকে উঠ্‌ছে ডাকি'
শিরীষ আম্র মুকুল গন্ধ ভেসে ভেসে আস্‌ছে তায়।
এমন দিনে, এমন বায়ে, এমন সময়ে, এমন ঠাঁয়ে,
আপন মনের মানুষ বিনা প্রাণ ধ'রে কি থাকা যায়।

বারোঁয়া—কাফা।

আমি শুধু প্রেমের ব্যাপারী।
আর কিছুর কি তক্কা রাখি, আর কিছুর কি ধার ধারি।
বিম্বাধরে সুধারাশি কুন্দ দাঁতে মুচ্‌কি হাসি,
কালো তারায় চাউনি মিঠে,—করি ইহির দোকানদারি
তার বিষয়ে দু'টো কথা শুনতে চাও ত বল্‌তে পারি!
বেণী বাঁধা কৃষ্ণকেশে, লম্বা ক'রে পৃষ্ঠদেশে,
যদিও সে অনেক সময় পরের ধনে পোদ্দারি;
কালো রঙে ফর্সা সেজে, যতদূর হয় ঘ'সে মেজে,
প'রে রঙিন শাড়ী সঙিন, পুরুষ কেমন ভোলায় নারী;
তারি বিষয় শুন্তে চাও ত দু'টো কথা বল্‌তে পারি।
চোখে কাজল ঈষৎ রেখায়, বাঁকা টেনে কেমন দেখায়,
কালো ঠোঁটে আল্‌তা দেওয়া, আমার কর্ম্ম সর্কারি;
নয়ন নীচু কর্ত্তে জানা, আঁচলখানি বুকে টানা,
সময় মত বাহির করা ছটাক খানিক অশ্রুবারি;
এসব বটে কতক জানি এসব কতক কৈতে পারি!
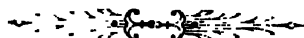
মিশ্র কানাড়া—মধ্যমান।

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমারি
প্রতিমা ;

মন্দির তোমার কি গড়িব, মা গো! মন্দির যাঁহার দিগন্ত
নীলিমা!

তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জভবন, বসন্ত পবন, তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা।
সতীর পবিত্র প্রণয় মধু,—মা!
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,
—তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা ;
যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
শতরূপে মা গো বিরাজিত তুমি,
বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব গরিমা।
তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি,
তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরী!

গান

অমর কবির হৃদয় গভীর
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা ;
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখিনা আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে,
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা ।

ভাসিয়ে দেরে সাধের তরী, পাল তুলে দে' ভেসে চল্।
উঠেছে ঐ উজান বাতাস কর্চ্ছে নদী টলমল॥
যুক্তি মিছে, ভাবনা মিছে, দুঃখ প'ড়ে থাক্ না পিছে,
ভাস্‌ব শুধু হাস্‌ব শুধু কর্ব্ব শুধু কোলাহল।
ফিরতে সে ত হবেই হবে আবার নীরস কঠিন তটে,
পাওনা দেনা হিসাব নিকাশ কর্ত্তে সে ত হবেই বটে!
ডোবে যদি ডুব্‌বে তরী, মর্ব্ব যদি নেহাইৎ মরি,
মর্ব্ব না হয় খেয়ে খানিক্ ঘোলা নদীর ঘোলা জল।

যোগিয়া—আড়া।

আর একবার ভালবাস, বাস্‌তে যেমন আগের দিনে।
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা আবার জাগিছে প্রাণে।
একবার নাথ তুলে ধর, হৃদয় হৃদয় 'পর হে,
শান্ত হোক্ প্রাণ যাহে, আজ শত তীক্ষ্ণ শেল হানে।
তোমারি হারানো বাঁশী লুটায় ধরণী 'পর,
মলিন—তোমারি তবু, আদরে তুলিয়া ধর;
ভাঙা চুরা প্রাণের বাঁশী, তেমনি ক'রে আজ রে;
নাথের করে, মধুর স্বরে, বাজ রে—বাজ রে।

গান

যাচ্ছে ব'য়ে প্রেমের সিন্ধু উঠ্‌ছে পড়্‌ছে প্রেমের ঢেউ :
কেউ বা খাচ্ছে হাবুডুবু ভেসে চ'লে যাচ্ছে কেউ।
কারো বক্ষে এ প্রেম আনে অবিচ্ছিন্ন পরম সুখ,
মর্ম্মদাহে রহে এ প্রেম কারো বক্ষে জাগরূক।
প্রেমে লিপ্সা, প্রেমে ঈর্ষা, প্রেমে পুণ্য পরিণয় :—
কারো ভাগ্যে বিষের ভাণ্ড, কারো ভাগ্যে সুধাময় ;
প্রেমের টানে টেনে আনে জনার্দ্দনে ধরায় জীব,
পাগল, উদাস, শ্মশানবাসী প্রেমে ভোলা সদাশিব।
কেউ বা প্রেমে সর্ব্বত্যাগী, কেউ বা চাহে উপভোগ ;
কারো পক্ষে প্রেম আসক্তি, কারো পক্ষে মহাযোগ ;
প্রেমে জন্ম, প্রেমে মৃত্যু, প্রেমে সৃষ্টি, প্রেমে নাশ ;
প্রেমের শব্দ উঠে মন্ত্রো, প্রেমে স্তব্ধ নীলাকাশ।

মিশ্র বেহাগ।

বনে কত ফুল ফুটেছে কুঞ্জতরু শাখে শাখে —
কুহু কুহু কুহু স্বরে পাতার মধ্যে কোকিল ডাকে।
আয়লো সখি কর্‌বি খেলা, আজ এ শান্ত সন্ধ্যে বেলা,
গীতিগন্ধ বর্ণে রচি রাশি রাশি হাসির মেলা;
সন্ধ্যাকাশে ছড়িয়ে দে না—উড়ে যাবে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আকাশ থেকে পড়্‌বে তারা, হ'য়ে আবার বৃষ্টিধারা,
মানুষের এই হৃদয় মাঝে হ'য়ে যাবে আপনহারা;
অঙ্কুরিত কর্‌বে প্রাণে রাশি রাশি বাসনাকে।
গর্ব্ব তারা করে বড়, গর্ব্ব দেখি কোথায় থাকে!

আমরা ভয় পেয়েছি ভারি।
করি যদি সত্য কথা জারি—
উঠ্‌লাম ভয়ে দিয়ে লম্ফ, ভাব্‌লাম হ'ল ভূমিকম্প –
তখন প'ড়ে গেলাম জগঝম্প –(হ'য়ে) ত্রিভঙ্গ মুরারি
(তখন) ভয় পেয়েছি ভারি।
এবার বেঁচে গেছি প্রাণে, বাড়ী ফিরি মানে মানে,
আসন্ন বৈধব্য তাঁদের ঘুচাই যদি পারি···
ওরে দ্বার ছেড়ে দে দ্বারী!

বেহাগ খাম্বাজ—যৎ।

সখি বদন তোল ; চাহ ফিরে ;
মুছে ফেল তব নয়ন-নীরে।
তোমার বিদেশী বঁধু, হৃদয় ভরা মধু—
এসেছে ঘরে।
সোণার ঢেউ এসে লেগেছে তীরে।
তবে বাঁধ তারে তোমার প্রেমহারে,
ফুল ডোরে—
হৃদয় দিয়ে তারে রাখ ঘিরে।

কীৰ্ত্তন।

সারিয়া। ও তার কটিদেশে পরা নহে পীতধড়া নাহি
শিখি-চূড়া শিরে।

হামিদা। ও সে বাজায় না বাঁশী, মুখে মৃদু হাসি, নিকুঞ্জে
যমুনাতীরে গো!

সারিয়া। ও তার রাজীবচরণে বাজে না নূপুর, রিনিনি ঝিনিনি
কি দিন ত্বপুর;

হামিদা। নহে সুবঙ্কিমঠাম, নবঘনশ্যাম -কথা নাহি কয়
ধীরে গো।

সারিয়া। ও সে জানেনাক ছলা কলা গো;

হামিদা। হাতটি ধরিতে ভুল ক'রে যেন ধরে না কাহারও
গলা গো।

সারিয়া। ও সে বেণীটি ধরিয়ে হাসিতে হাসিতে খায়নাক
কাণমলা গো।

হামিদা। কারো কাণে কাণে কথা কয় না যে কথা সদরে
যায় না বলা গো।

সারিয়া। সে নয় কালো শশী (যা কেউ কোথায়
দেখেনি গো।)

হামিদা। সে নয় কেলেসোণা (যা কোথাও কেতাবে
লেখেনি গো।)

উভয়ে। সে নয় মদনগোপাল,—ননীর অঙ্গ ;
কুঞ্চিত কেশ বাঁকা ত্রিভঙ্গ ;
রমণীর মত জানে না রঙ্গ
অপাঙ্গে চায় না ফিরে।

কীর্ত্তন।

হামিদা। ও তাঁর বিশাল দেহ, দেখেনি কেহ,

হেন বাহু দুইখানি

সারিয়া। তাঁর উচ্চ ললাট বক্ষ বিরাট, মেঘগম্ভীর বাণী গো।

হামিদা। ও তাঁর প্রকাণ্ড গোঁফ্—

সারিয়া। বৃষস্কন্ধ---

হামিদা। শিরোপরি নাহি কেশের গন্ধ—

সারিয়া। সখীরে তোমার কপাল মন্দ—

হামিদা। জানি সখী তাহা জানি গো;

সারিয়া। নাহি যদি পাও তাঁহারে—

হামিদা। তোমার ভাগ্য বলিয়া মানি গো।

কীর্ত্তন।

সারিয়া। নিদয় বিধাতা, কেননা আমারে জগতে পাঠালে
রমণী করে' রে।

হামিদা। শুধু সহিব না প্রসববেদনা দশ মাস তারে জঠরে
ধ'রে রে।

সারিয়া। পরিতাম মালা, খাইতাম মধু,

হামিদা। ডাকিতাম শুধু প্রাণনাথ, বঁধু,

সারিয়া। বাঁধিতাম বেণী—

হামিদা। দেখিতাম শুধু প্রেমের স্বপন ঘুমের ঘোরে রে।

৫

আশাবরী—ঝাঁপতাল।

কি দিয়ে সাজাব মধুর মূরতি, কি সাজ মিলিবে উহারি সাথ রে।
কঠিন হীরা-হেম-রজতে সাজায়ে পূরে না মনের সাধ রে।
তবে, আয় দি' প্রভাত-কনক-কিরণে অতুল, উজল মুকুট গড়ায়ে,
স্নিগ্ধ বিজলী ঘন হ'তে পাড়ি', গাঁথি' হার গলে দি' পরায়ে।

জলধিনীলে অঞ্জন করি' দি' ও আঁখি-অপাঙ্গে বুলায়ে,
কুড়ায়ে তারা-হীরা-ভাতি চারু কর্ণে দুল দি' দুলায়ে;
পূর্ণচন্দ্ররেখারচিত, কোমল করে বলয় রাজিবে;
বিহগ-কূজন-গঠিত নূপুর চুম্বি' যুগল চরণে বাজিবে।

মেখলা—দিব ভানুলেখা আনি' নবঘন স্নেহে সিনায়ে;
দিব রে বসন—সান্ধ্য মেঘে রঞ্জিত রবির ঘুমটি বিনায়ে;
চরণের তলে দিব অলক্তক—কবির গীত ভকতি রাশি;
দিব ও অধরে অধররাগ—কিশোর প্রেমস্বপন হাসি।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিশে গেছে আজ
প্রাণে মিশে গেছে প্রাণ।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাবের নদী
বহিছে উজান। (ওলো সই)
জাগিছে বর্ণে মধুর গন্ধ,
মধুর ভাবেতে বহিছে ছন্দ,
কাঁপে স্বরলয়ে মহা আনন্দ,
উঠিছে গভীর গান ;
সুকণ্ঠ সাধা, সুরে সুর বাঁধা
উঠিছে গভীর গান।
শৌর্য্যে মিশেছে রূপের রাশি,
রৌদ্রে মিশেছে লর হাসি,
মহান্ আবেগে বিষাদ বিরাগ
হ'য়ে গেছে অবসান ;
প্রণবের নব প্রভাতে রজনী
হ'য়ে গেছে অবসান॥

বসন্ত—মধ্যমান।

আঁধার জোয়ার আসে ঐ—ধীরে ধীরে হায়
সোণার জগতখানি কূলে কূলে ছেয়ে যায়।
সে জোয়ারে আসে ভাসি',
অনন্ত আলোক রাশি,
অনন্ত অভয়ভরা দিব্য হাসি নীলিমায়,
ঘরে ঘরে শান্তি তৃপ্তি প্রীতি সুধা বসুধায়।
সন্ধ্যার সেতুর 'পরে,
এমনি এমনি করে',
তা'র পথ চাহি' চাহি' দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে হায়,
আমি শুধু ফিরে যাই নিতি নব নিরাশায়।

নিশা। এস এস সখী সন্ধ্যার তারা
মুখে ল'য়ে মৃদু-মধুর হাসি।

শুক। আলোক সাগরে এই যে গো আমি,
আঁধার জোয়ারে এসেছি ভাসি'

নিশা। সোণার আকাশ দেখ না চেয়ে—
ধূসর বরণে আসিছে ছেয়ে,
—সখীরা কোথায় ?

তারা। এই যে এসেছি
যেমতি নিত্য নিশীথে আসি।

তারাকুল।
গভীর নিশীথে অসীম গগনে
আমরা যে গান গাই :
আলোক-বিন্দু হইয়ে ধরায়
ঝরিয়ে পড়ে গো তাই।
আমাদের আছে ঘেরি' চারিধার,
কেবল আঁধার—কেবল আঁধার—

রাশি রাশি রাশি কেবল আঁধার—
নাই, আর কিছু নাই ;
তাহার মধ্যে হইতে অনাদি
সে গান শুনিতে পাই

হুজীর। নিয়ে বারো হাজার তুরুক সোয়ার
সোরাব এল সবাই কয়
আফ্রিদ্। তার উদ্দেশ্যটা ?—
হুজীর। ঠেক্‌ছে যেন কর্‌তে চায় এ দুর্গজয়।
আফ্রিদ্। তোমরা কেন অলস এবে, যুদ্ধ কর—
হুজীর। দেখ্‌ছি ভেবে,
আফ্রিদ্। বিনা যুদ্ধে দুর্গ ছেড়ে দেবে !
হুজীর। সত্যি সত্যি তাও কি হয় ?
আফ্রিদ্। পর বর্ম্ম চর্ম্ম শিরস্ত্রাণ—
লও ভল্ল অসি ধনুর্ব্বাণ ;
হুজীর। যাঁর ইচ্ছা তিনি যুদ্ধে যান।
আফ্রিদ্। সেনাপতি !
হুজীর। যিনি চান—
আসুন, এ পদ কর্চ্ছি দান ;
আফ্রিদ্। দেশের জন্য দিচ্ছ প্রাণ—
হুজীর। প্রাণটী এমন তুচ্ছ নয়।

গান

আমরা নাচিতে নাচিতে নামিয়া আসি।

যখন অসীম আকাশ ব্যেপে

পিঙ্গল আভা ওঠে সে কেঁপে,

গুরু গুরু গুরু গরজি গগনে

ঘেরে ঘন ঘোর বারিদ রাশি।

ঝর্ ঝর্ ঝর্ তর তর্ তর্

তাথিয়া তাথিয়া থিয়া,—

পড়ি ধরণীর তৃষিত অধরে, শূন্য আকাশ দিয়া

আমরা, তুচ্ছ করিয়া মেঘের ভ্রূকুটি,

ঝঞ্ঝাপৃষ্ঠে চড়ি' যাই ছুটি' :

যখন গগন গরজে সঘন,

করতালি দিয়ে আমরা হাসি।

বেহাগ—যৎ।

বাজ্ ভেরী আজ উচ্চ নিনাদে, উড়ুক্ পতাকা মৃত্যু আঁকা;
নাচুক্ তাথিয়া থিয়া থিয়া থিয়া 'বিজয়' নরের রক্ত মাখা।
যাক্ ঘুরে যাক্ বিধির নিয়ম, আজ আছে নারী কাল আছে যম,
বাজিস্ যে ভেরী ঝম্ ঝম্ ঝম্ শুধু সে রোদন ঢাকিয়ে রাখা।
বাজ্ ভেরী বাজ্ ঝনন্ ঝনন্, সনন্ সনন্ ঘুরুক্ চাকা।
না উঠিলে মনে কারো হাহাকার, সুখটী পূর্ণ হয়নাক আর;—
বলিহারি বিধি বিধাতা তোমার—এখন সে কথা থাকুক্ ঢাকা;
জীবন মরিবে, মরণ বাঁচিবে, নৃত্য কাঁদিবে, রোদন নাচিবে,
আকাশের তারা খসিবে, উড়িবে ধরণীর ধূলি মেলিয়া পাখা।
বাজ্ ভেরী বাজ্ ঝনন্ ঝনন্, সনন্ সনন্ ঘুরুক্ চাকা।

ছায়ানট্—ঢিমা তেতালা

কেন তারি তরে আঁখি ঝরে মোর,
মন ফিরে ফিরে যায় তারি পাশে
আমার হবার সে ত কভু নয়,
তবু মন তারে কেন ভালবাসে।
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ,
তবু তারে কেন পাবার এ সাধ
আমাদের মাঝে পর্ব্বতের বাঁধ,
মহা অবসাদে মন ছেয়ে আসে

মিশ্র ভূপালী—কাওয়ালী।

চল চল যাই আমরা সবাই ইরাণের বীর নারীগণ।
নাচিব রঙ্গে রণ তরঙ্গে, এইখানে শেষ নহে রণ।
একটা যুদ্ধে নয় এর শেষ, এক পরাজয়ে যায়নাক দেশ,
হয়েছি বিফল একবার যদি, করিব নবীন আয়োজন :
বর্ম্মে সাজাব এই বরতনু, এ কোমল করে লব শরধনু ;
বিজলীর মত যাব ঝলসিয়া জ্বলিয়া, ধাঁধিয়া ত্ন'নয়ন ;
করিব ত্নর্গ পুনঃ অবরোধ, লব প্রতিশোধ লব প্রতিশোধ,
শুনহে তুরাণ শুনহে ইরাণ রমণীর এই দৃঢ় পণ ;
উড়াও নিশান, বাজাও বিষাণ, গাও তবে আজ গাও এই গান ;
যতদিন মান ততদিন প্রাণ—নহিলে কি ছার এ জীবন।

গান

সুখের স্রোতে ভাসিয়ে দেব আমরা আজি বীরের প্রাণে।
সুনীল আকাশ শ্যামল ভুবন ছেয়ে দেব গানে গানে।
আকাশ থেকে শুন্‌বে তারা, মানুষ হবে মাতোয়ারা,
হ'য়ে যাবে আপনহারা বিশ্বে আছে যে যেখানে।
কানন পাহাড় উঠ্‌বে নেচে, আপনি মরণ উঠ্‌বে বেঁচে,
সকল দুঃখ ডুবে গেছে সুখের গীতি সুধাপানে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ।

আমি র'ব চিরদিন তব পথ চাহি',
ফিরে দেখা পাই আর নাই পাই!
দূরে থাক কাছে থাক, মনে রাখ নাহি রাখ,
আর কিছু চাহিনাক, আর কোনও সাধ নাহি।
অবহেলা অপমান, বুক পেতে লব, প্রাণ!
ভালবেসেছিলে জানি, মনে শুধু রবে তাই;
আমি তবু তব লাগি', নিশি নিশি র'ব জাগি';
এমনই যুগ যুগ জনম জনম বাহি।

গান

ওগো, আমরা ভুবন ভোলাতে আসি।
ওগো, কখন আমরা গৃহের লক্ষ্মী, কখন আমরা সর্ব্বনাশী।
আমরা, আধেক কঠিন, আধেক তরল, আধেক অমিয়া,
আধেক গরল,
আধেক কুটিল, আধেক সরল,
আধেক অশ্রু, আধেক হাসি।
আমরা, ঝঞ্ঝার মত অধীর বিরাট, মলয়ের মত স্নিগ্ধ শান্ত ;
আমরা, বজ্রের মত ভীষণ অন্ধ, কুসুমের মত কোমল কান্ত।
আমরা, আনি ঘরে যত আপদ বালাই ;
ব্যাধির মত আসিয়া জ্বালাই ;
দাসীর মত সেবা করি (এসে) দেবীর মত ভালবাসি।

ঢাল সুরা ঢাল ভর পিয়ালা,
জুড়াই আজ এ প্রাণের জ্বালা।
শোক অপমান নাই—কিছু নাই—সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই;
সুখের পাথার, দেবরে সাঁতার, বিষাদ বিরাগ ছুটিয়া পালা—
আয়রে প্রাণের সুহৃৎ আমার, যশ মান সুখ মিছা সে কি ছার।
ঢাল সুধা ঢাল ঢালরে আবার, দে ঐ পাত্র অমিয়া ঢালা।
কিসের জীবন!—সে ত এ সুরার বিম্বের মত উঠে পড়ে, আর,
কিসের বিজয় কঙ্কালসার গলে কঙ্কাল মুণ্ডমালা—
বাজাস্ ডঙ্কা যতই না—ঠিক চলেছিস্ সেই মৃত্যুর দিক্,
যতই বাঁচিস্, ততই মরিস্, যতই ভাবিস্, ততই জ্বালা।

টোড়ী—মধ্যমান।

একটু আলো ও একটু আঁধার, একটু সুখ ও একটু ব্যথা---
না কহিতে হায় ফুরায়ে যায়—একটু প্রাণের একটু কথা।
একটু আলাপ কলহ বিলাপ, একটু বিশ্বাস, আশা, ভয়, গো—
সাঙ্গ এ নাটিকা, পড়ে যবনিকা, ফুরাইয়ে যায় অভিনয় গো।
একটু হৃদির একটু স্পন্দন—স্তব্ধ হ'য়ে যায় পরে সব ;
একটু হাসি একটু ক্রন্দন—থেমে যায় এই কলরব।
ধনের গৌরব, যশের গৌরব, রূপের গরিমা, সবই হায় গো--
এক সঙ্গে শেষে চোখের নিমেষে ধূ ধূ ধূ ধূ করে' পুড়ে যায় গো।

ভৈরবী—কাৰ্ফা।

বঁধুহে, আর কোরোনা রাত।
শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার বাড়া ভাত।
তুমি খেলে আমি খাবো, এ কথা না মূলে ভাবো,
কখন আমি শুতে যাবো, (তাই) ভাব্‌ছি দিয়ে মাথায় হাত।
ছেলেরা সব নাইক বাড়ী, মেয়ে আছে জেগে,—
দাসী কচ্ছে বকাবকি—আমি যাচ্ছি রেগে ;—
ঘরের মধ্যে বিষম মশা, অসাধ্য এখানে বসা,
বিরহিণীর দশ দশা জানোইত প্রাণনাথ।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ওহে প্রাণনাথ পতি তুমি কোথায় গেলে গো।
এ ভব-সংসার মাঝে আমায় একা ফেলে গো।
রাস্তা ভারি এঁকাবেঁকা, কেমনে চলিব একা,
প্রাণপতি দাও হে দেখা (পায়ে) দিওনাক ঠেলে গো।
রেঁধেছি ইলিশ মৎস্য, খিচুড়ী ও ছাগবৎস,
একা আমারই খেতে হবে (ওগো) তুমি নাহি খেলে গো।
পাকা কলপ দিয়ে মাথে, কে হাস্‌বে আর বাঁধা দাঁতে,
পরে' মিহি কালাপেড়ে যেন কচি ছেলে গো।
হাত দুইখানি ধরি', কে ডাকিবে "প্রাণেশ্বরি"?
আহা, উহু, ওগো মরি—তুমি নাহি এলে গো।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আরে আরে সেঁইয়া ইস্‌মে কেয়া কাম্।
ইসি জাড়ামে মুঝ্‌কো কুছ্ দেনা ইনাম্।
হাত্‌মে দে চুড়ি আওর কাণ্‌মে দে দুল,
গলামে দে হাস্‌লি আওর নাক্‌মে দে ফুল,
মেরি জান হো জায়গি বড়ি মস্‌গুল,
বড়ি পিয়ার তুম্‌কো করেঙ্গী হাম্।

বাউল।

ওরে সিন্ধুক-ভরা টাকা—
মিছে বন্ধ করে' রাখা।
যদি, লাগ্‌ল না কার উপকারে, লোকের ব্যবহারে,
সে টাকা ত ধনীর ঘাড়ে শুধুই মুটের ঝাঁকা।
যে, টাকার জন্য মর্চ্ছে ভেবে,
বারো ভূতে উড়িয়ে দেবে,
তোমার ভাগ্যে রইল শুধুই উপোষ করে' থাকা।
ওরে টাকার উচিত ব্যবহারে
রীতিমত আয় বাড়ে,
এই কথাটি একেবারে বলে' গেলাম পাকা।

১

দুখের কথা বল্‌বো কত, ছেলেটা বিগ্‌ড়েছে কাকা।
আছে নাকি সুরে কথা, আর লম্বা লম্বা চুল রাখা।
মাঝে মাঝে, আমার বিশ্বাস, ফেলে যেন দীর্ঘ-নিশ্বাস,
আছে আবার উদাসভাবে আকাশপানে চেয়ে থাকা।
তাহার যে সেই সঙ্গী সকল, অবিকল ঠিক্‌ তাহার নকল :
কেশে, বেশে, দীর্ঘশ্বাসে কবিত্বের সেই ভাব মাখা।
বল্‌বো কি আর, দেখ্‌ছি আমি—ছেলেটা বিগ্‌ড়েছে কাকা
সহচরী সভ্য নারী ঘিরে তারে সারি সারি—
সখের থিয়েটারে ভারি ছেলেটা উড়চ্ছে টাকা।
কি বল্‌বো আর তোমায় আমি, ছেলেটা বিগ্‌ড়েছে কাকা।

একতালা।

X মিশ্র ইমন্—~~কাওয়ালী~~।

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু কাব্য পড়েছি,
অমনি নিজেরই মাথা খেয়ে বসেছি।
শুনেছি তার বরণ কালো, কিন্তু তার চেহারা ভালো ;
ওগো বল, আমি—তারে নিয়ে দেশ ছেড়ে যাবো কি ?
শুধু বারান্দায় যাচ্ছিল সে, "হুঁ হুঁ" করে' ভৈরবী ভাঁজ্‌ছিল সে
তাই শুনে বাপ্—দুই তিন ধাপ্, ডিঙিয়ে এলাম মেরে এক লাফ্
উপরতলায় যে খুসী সে যায়, ভুনি খিচুড়ী যে খুসী সে খায় ;
সখি বল, আমি—আদা দিয়ে কচুপোড়া খাবো কি ?

দেখে যা দেখে যা লো তোরা

সাধের কাননে মোর !

সেথা জোছনা ফুটে, তটিনী ছুটে,

জ্বালায়ে ঘুঁটে ! মজুর মুটে—

করিছে রজনী ভোর

সে আসে ধেয়ে, এন্ ডি ঘোষের মেয়ে,
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্—চায়ের গন্ধ পেয়ে।
কুঞ্চিত ঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে,
খট্-মট বুটশোভিতপদ-শব্দিত ম্যাটিনেএ।
বঞ্চিত নহে, সঞ্চিত কেক বিস্কুট তার প্লেটে :
অঞ্চল বাঁধা ব্রোচে, রুমালেতে মুখ মোছে,
জবাকুসুমের গন্ধ ছুটিছে ড্রয়িং রুম্‌টি ছেয়ে।

জ্ঞানদা। সে যে শক্ত ভারি খুড়ো।

আনন্দ। ওহে দণ্ডধারী খুড়ো।

জ্ঞানদা। ও ডাক্তার কি বল তুমি?

আনন্দ। ওহে দণ্ডধারী খুড়ো।

জ্ঞানদা। যদি চুরী করে ননী,

আনন্দ। আমার বাছা সোণামণি;

উভয়ে। তারে কি তাই ব'লে আমি কোড়া মাত্তে পারি খুড়ো?

জ্ঞানদা। কি বল ডাক্তার বাবু—

আনন্দ। ওহে দণ্ডধারী খুড়ো।

* জাগ জাগরে নেপাল, জাগ জাগরে ঘনাই।
প্রাণের সাথী আয় গোঠে যাই—
এযে—প্রায় সাতটা বেলা হোল ভাই।
কোথায় মা আনন্দরাণী!
ধুয়ে দে ওর মুখখানি,
ও তোর সোণার চাঁদের চাঁদমুখে
(একটু) চা তৈরী করে' দে না গো!
সঙ্গে সঙ্গে আমরাও একটু খেয়ে যাই গো,
সে না খাক্, আমরা খাই।

* ছেলে ভুলে গোঠে চল গোঠবিহারী !
অঞ্চল থলংথল অঙ্গে বিথারি'।
বঙ্কিম ঠাম, শিরে কালো ছাতি শোভয়ে,
স্থন্দর কালাপেড়ে কটি হাঁটু বেড়য়ে,
হটমট খটমট খট খট খটমট
বুট পরি' মৃদু মৃদু লম্ফ দেওয়ত—
ধীরে পাশে চায় ধায় ভক্ত দুধারি।

১ আমরা সবাই পড়ি প্রেমের পাঠশালায়।
- পাঠশালায় পাঠশালায় পাঠশালায়।
পড়ি প্রেমের প্রথমভাগ, প্রেমের খাতায় পাড়ি দাগ,
ক র খ ল অর্থাৎ এটা যখন প্রেমের পূর্ব্বরাগ :
নভেল পড়ি, তুলি হাই, তুড়ি দেই, সর্ব্বৎ খাই ;
প্রাণ করে আই ঢাই, ভর্ত্তি হ'য়ে নাটশালায়।
দ্বিতীয় ভাগে এখানেতেও যুক্তাক্ষরই শিখ্‌তে হয়,
ঐক্য ও অনৈক্য ভোগা কর্ম্মভোগা লিখ্‌তে হয়,—
বেতালা গাইতে হয়, আশে পাশে চাইতে হয়,
পার্টিতে যাইতে হয়, আটশালা ও আটশালায়।

গৌরী—কাওয়ালী।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি leisure মাফিক বাসিও।
আমি নিশিদিন রেঁধে বসে' আছি,
তুমি যখন হয় খেতে আসিও।
আমি সারা নিশি তব লাগিয়া,
র'ব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে এসে দাঁত বের করে' হাসিও।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না,
বেলা হ'ল মরি লাজে—
আলু থালু এই কবরী আবরি এই আলু থালু সাজে।
জেগেছে সবাই দোকানী পশারী,
রাস্তায় লোক—আমি কুলনারী
এখন কেমনে হাটখোলা দিয়া চলিব পথের মাঝে।

আয় রে আয় কবিবরের সঙ্গে যাবি কে কে আয়,
আমাদের ঐ নেপালচন্দ্র একলা ফেলে চলে' যায়।
বেঁধে নে তোর থালা বাটী,
সঙ্গে নে তোর ছেঁড়া পাটী,
বগলে নে ভাতের কাটি, বেঁধে নে তোর বিছানায়

গান

ও রে রে রে নেপাল আমার কলিকাতায় যাবি রে,
গিয়ে দেখ্‌ছি নিশ্চয়ই তুই পক্ষিমাংস খাবি রে।
তুই খাবি যবনের ভাত,
ওরে তোর যাবে জাত,
আমি তাই দিন রাত বসে' বসে' ভাবি রে।

আহা ভেবো না, আহা ভেবো না।
আমরা ত আছি কখনই তারে
মুর্গী খাইতে দেবো না।
ওহো যদি সে মজায়—
কুলনারীগণে, যদি সে মজায়—
বল্‌তে পারিনে, কুলনারীগণে যদি সে মজায়—
জেলে যায়, যায় ফাঁসি—কুলনারী যদি সে মজায়—
জাত তার, থাক্‌বে বজায়—ভেবো না।

জ্ঞানদা। ওরে শ্যাম বংশীধারী (চট্টগ্রাম-বিহারী)
শেষে সত্য কথা হ'ল মামার,
জন্মালো কি গর্ভে আমার
কল্কি-অবতাররূপে ত্রিভঙ্গ মুরারি।

নেপাল। তবে গো মা বিদায় দাও বল "বাছা যাও যাও"

জ্ঞানদা। ওরে আমি প্রাণ ভরে' তা কি বল্‌তে পারি।
(আহা) শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী।

আয়রে ভাই ! আয় চলে' আয় চট্‌পট্‌ ।

কুড়ুল নে, বুক ঠুকে আয় খট্‌মট্‌ ।

সমাজে ঘুরিয়ে মারি ঘা, মোটা গুঁড়ি দা'য়ে মানবে না ;

চলে' আয়—যাবার জন্য কচ্ছি বড্ডই ছট্‌ফট্‌ ।

গান

মার্ মার্ মার্ ধর্ ধর্ ধর্ কাট্ কাট্ কাট্ হো।
ডুম্ ডুম্ ডুম্ ডুডুম্ ডুডুম্ ভোঁপ্পো ভোঁপ্পো ভোঁ।
হাতী 'পর হাওদা আর ঘোড়া 'পর জিন
নাচো রে ধেই ধেই ধেই তা ধিন্ ধিন্ ধিন্---
পাড়ো রে গাল, ঘোরা তরোয়াল—
বন্ বন্ বন্, হন্ হন্ হন্, শন্ শন্ শন্ শোঁ।
"ছেড়ে দে ছেড়ে দে লাগ্‌ছে যে হাঁপ"
"গেলাম রে" "মোলাম রে"—"বাপ রে বাপ বাপ"
উঠেছে রোল—বেজায় গোল—"পালারে পালারে
পালারে পোঁ

জয় জয় জয় জয় জয় জয় নেপালচন্দ্র ভাট।
জয় জয় জয় চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্রাট্।
একাধারে কবি, অধিকারী. ঋষি—
কিবা ত্যাগ কিবা দান.
"পরিষৎ" জল ছিটায়ে দিলেই
(কবিবর) স্বর্গে উঠিয়া যান

মিশ্র খাম্বাজ—চিমা তেতালা।

আর ত চাঁটগাঁয় যাবো না ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়।
চাটগাঁর খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি কল্‌কাতায়।
চাকর পেয়েছি, বামুন পেয়েছি, চাটগাঁর খেলা ভুলে গেছি ভাই,
তোমরা সবাই ভোগো গিয়ে পিলে আর ম্যালেরিয়ায় ;
খাঁটি কথা   যাচ্ছি না আর তোমাদের ঐ চাটগাঁয়।
এই ছড়ি নে এই ছাতা নে, আপাততঃ বিদায় দে ভাই,
তোমরা সবাই সোজা হ'য়ে দাঁড়িও রে সেওড়াতলায়,
ঠান্‌দিদিকে বোলো নেপাল বেঁচে আছে টায় টায়।

"আয়রে ফিরে আয়রে বাবা আয়রে বাপ তোর বাপের কাছে—
এক ঘা মাত্র লাঠি খেয়ে রাগ করে' কি যেতে আছে ?
জ্বরে ভুগে তোর গর্ভধারিণী,
তোকে এখনও ভুল্‌তে পারিনি,
এখনও সে যে কিছু সারিনি—
তুই ফিরে গেলে সে যদি বাঁচে।

নেপাল। আমি আর কি যেতে পারি বাবা!
মানব উদ্ধার কর্ত্তে হবে—আগে একটু সারি বাবা।
লিখ্‌ছি যে বক্তৃতা গান--আপনি ফিরে বাড়ী যান।
দেখ্‌তে কি পাচ্ছেন না আমার উদ্দেশ্যটা ভারি বাবা!
[সঙ্গিগণকে] ফিরে যাও ভাই ম্যালেরিয়ায়,
মর্ত্তে হয়ত তোমরা মর,
যাচ্ছিনাক চাটগাঁয়, তা যাই বল আর যাই কর—
[আনন্দকে] ম্যালেরিয়ায় গর্ভধারিণীর অবস্থাটি গুরুতর,
গর্ভধারিণী তিনি ধারিণী--আমি তাঁর কি ধারি বাবা?

আজ, চল চল ফিরে চল চট্টগ্রামে পুনর্ব্বার,
ওরে, হ'য়ে গেছে প্রেমকাণ্ডে জ্ঞানকাণ্ডে একাকার।
আজ নেপালচন্দ্র বোঝাচ্ছে তার বক্তৃতাতে ধর্ম্মসার;
ওরে, নূতন সত্যে নূতন তত্ত্বে ছেয়ে গেল এ সংসার।
আজ ঘুচাতে ধরার ভার ঘুচাতে এ অন্ধকার;
ঐ সাহিত্য-আকাশে নেপাল পূর্ণচন্দ্র অবতার।

মোলাম সখি মোলাম সখি একি হ'ল পরমাদ !
পাটির মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে দড়ি দিয়ে আমায় বাঁধ্।
নেপাল নেপাল নাম শোনাও -
কাঁধে করে' নিয়ে কর্ণফুলির জলে ভাসিয়ে দাও,
ভেসে যাই যেন গো কল্‌কেতায় -
(মল্লিকার) দেহ দেখেন যেন নেপালচাঁদ।

দেশ—কাওয়ালী।

নিপট কপট তুহুঁ শ্যাম (আরে)
শুধু বৈঠে বৈঠে হাম তুঁহারি কবিতা পড়ে,
আগু না বিচারি—হাহা কিয়া কেয়া কাম।
লাজ কাজ সব কর্ণফুলিমে ডারি
সারি সারি বৈঠে হুঁ সব নারী,
খিচুড়ি খাকে আওর কপি তরকারী,
জঁপত জঁপত হুঁ নেপালচাঁদ নাম।

এসো হে, বঁধুয়া আমার এসো হে,
ওহে কৃষ্ণবরণ এসো হে,
ওহে দন্তমাণিক এসো হে ;
এসো সরিষাতৈল-স্নিগ্ধকান্তি, পমেটম চুলে এসো হে।
ওহে লম্পটবর এসো হে,
ওহে বক্কেশ্বর এসো হে ;
ওহে কলমজীবী নভেল-পাঠক—ঘরে ঝাঁটা খেতে এসো হে।
ওহে কম্ফর্ট গলে এসো হে,
ওহে পেড়ে ওড়নায় এসো হে ;
ওহে অঞ্চলদড়িবন্ধন গরু, গোয়ালেতে ফিরে এসো হে।
এসো পূজার ছুটিতে এসো হে,
ওহে বড়দিনে ফিরে এসো হে ;
এসো Good Fridayতে privilege leave,
French leave নিয়ে এসো হে।

ভৈরবী—যৎ।

আহা এ মধুর নিশি 'অটোরোজ' এক শিশি,
এনেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার।

১ম সখী। সেজ্‌দি পাঠায়ে দেছে তোমারে গাধার টুপি
দণ্ডধারী। ঠাকুর্দ্দা দিতেছে পয়জার
মালতি। ভাজ পাঠায়েছে এই আদর প্রশস্ত
মল্লিকা। ঠান্‌দি দিতেছে গলহস্ত—
৩ সখী। পাঠায়েছে মেজ শালী,
মুখে এই চূণকালি ;
দণ্ডধারী। —কালির ছিল না দরকার—
নেপাল ভিন্ন সকলে। যাও হে, তুমি হে, কবি হে,—
দণ্ডধারী। ঢাল ঘোল মাথায় উহার—
সখীগণ। তুমি আমাদের বঁধু,
দণ্ডধারী। আমি তোমাদের বঁধু,
নেপাল। তিনি তাঁহাদের বঁধু,
মল্লিকা। তোমরা তাঁহার।
নেপাল ভিন্ন সকলে। এসেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার

গান

ধর হে প্রিয় হে, বঁধু হে--

নিজ পরিবারে চির নিজ অধিকার---

তুমি আমাদের বঁধু

আমরা তোমার বঁধু--

তোমরা ইঁহার বঁধু

ইঁহারা তোমার -

ভালোয় ভালোয় শেষ এই নাটিকার।

ললিত—চৌতাল।

এখনও তপন উঠেনি গগনে পূরব ভাগে ;
এখনও ধরণী চেয়ে আছে পথ তাহার লাগি'।
এখনও নীরব তিমির জড়িত নিবিড় কুঞ্জ,
এখনও ঘুমায় শাখায় শাখায় মধুপপুঞ্জ,
শুধু আছে চাহি' মেঘকুল, সাজি' ভূষিত অরুণকিরণ রাগে।
ধীরে ধীরে ঐ উঠিল গগনে দিবসরাজ ;
ছড়ায়ে পড়িল মহিমার ছটা ভুবন মাঝ ;
অমনি উঠিল কাননে কাননে বিহগ ছন্দ,
অমনি ছুটিল কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম গন্ধ,
ঢলিল চামর শীতল সমীর পরশে ভুবন উঠিল জাগি'।

—সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই অসীম তিমিররাশি।
স্ফুলিঙ্গ সম এ আঁধারে মোরা কোথা হ'তে ছুটে আসি।
কতটুকু পথ আলোকিত করি—কিছু দেখিতে না পাই।
এ আঁধারে পথ খুঁজিতে খুঁজিতে এ আঁধারে মিশে যাই।
অস্ফুট ভাতি উপহাস করি' প্রদীপশিখার পাছে,
বিরাট মরণ সমান বিরাট আঁধার জাগিয়া আছে;
মহাসমুদ্র আঘাতে ক্ষুদ্র ধরণী ভাঙ্গিয়া যায়,
নিভে যায় ক্ষীণ নক্ষত্র ও দিগন্ত নীলিমায়।

কীর্ত্তন।

(– আহা কিবা মানিয়েছে রে—
ওহো কিবা মানিয়েছে।)

যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু,
যেন কৃষ্ণের পাশে বলরাম; (ব্রজের কুঞ্জবনে)
যেন নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটি,
আর টপ্পার সুরে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা)

যেন কপির সঙ্গে মটর সুঁটি,
যেন ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম; (বৈশাখ চৈত্রমাসে)
যেন মুড়ির সঙ্গে পাঁপর ভাজা,
আর মদের সঙ্গে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা)

যেন জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা,
যেন গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম; (ও সেই দ্বাপর যুগে)
যেন বিয়ের সঙ্গে রসনচৌকী,
আর মরণকালে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা)

দরবারী কানাড়া—ঢিমা তেতালা।

একি শ্যামল সুষমা, মধুময় বিশ্ব শিশির ঋতু অন্তে ;
নবঘনপল্লব কোকিলমুখর নিকুঞ্জ সুমধুর বসন্তে।
সুন্দর ধরণী, সুন্দর নীল সুনির্ম্মল অম্বর ভাতি,
অরুণ-কিরণ-অনুরঞ্জিত তরুণ জবা বনমালতী জাতি।
একি স্নিগ্ধ সুললিত বহে তনু শিহরি' পবন মৃদুমন্দ ;
একি স্বপ্ন বিজড়িতপদে পড়ি' মূর্চ্ছিত কুসুম সুগন্ধ ;
কার মুখচ্ছবি অরুণ কিরণ সহ হৃদয়ে উঠিছে ধীরে ;
কার নয়ন দুটি অঙ্কিত করিছে চম্পক সরসী-নীরে।
আনে কার স্পর্শসুখস্মৃতি মলয়জ করি' অনুকম্পা ;
কার হাস্যটুকু করি' পরিলুণ্ঠন গর্ব্বিত বিকশিত চম্পা।
কার প্রেমমধুর মৃদু অস্ফুট বাণী জাগে প্রাণে---
চপলপবনবিকম্পিতকিশলয়পল্লবমর্ম্মরতানে।

মিশ্র ছায়ানট্—কাওয়ালী।

ভিতরে হাসিছে মুখরা যামিনী দীপমালা সুখে গলায় পরিয়া ;
বাহিরে শিশিরস্রশ্রুনয়না বিষাদিনী নিশা কাঁদে গুমরিয়া।
—ভিতরে আলোকশিখা চারিদিকে, ঠিকরিয়া পড়ে
মুকুরে, স্ফটিকে ;
বাহিরে পড়িয়া অসীম আঁধার - বনপ্রান্তর ঘন আবরিয়া।
উছলে কক্ষে সঙ্গীতরব নৃত্যলহরী, রহিয়া রহিয়া ;
সুদূর মলয়ে নিঠুর শীতের কঠোর বাতাস যাইছে বহিয়া ;
তোরণস্তম্ভশিরে দোলে যবে গোলাপমালিকা কুলটা গরবে :
—বিজন বিপিনে নিভৃতে নীরবে তিমিরে শেফালি
পড়িছে ঝরিয়া।

এ হৃদি কুঞ্জবনে তুমি রহ হে প্রাণসখা মম জীবন ভাতি !
নিখিল শান্ত নব, নিরতি নিভৃত সব, নীরব সে, দিন রাতি !
স্নিগ্ধবসন্তসুসেবিত, পুষ্পিত চম্পক বেলা মালতী জাতি।
বিহর তথা মম হৃদয়বিলাসী ! শতফুলগন্ধে মাতি' ;
রহ ঘিরি' মোরে তব ভুজডোরে হে চিরজীবনসাথী ;
দিব পিককূজন, মলয় সমীরণ, কুসুমহার দিব গাঁথি' ;
শয়ন তরে দিব শিশির-সুশীতল কিশলয়-কোমল এ বুক পাতি'।

এস তারাময়ী নিশি এস ধরা মাঝারে !
ব্যথিত পীড়িত প্রাণে ডাকি আমি তোমারে।
হুহু করি' হৃদিতলে দেখ কি আগুন জ্বলে,
তব শান্তিজলে দেবি নিভাও গো তাহারে।
হায় সে সময়ে হৃদে, হৃদয়ে যে শেল বিঁধে—
তোমা বিনা শান্তিময়ি জানাইব কাহারে !

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আমার আমার বলে' ডাকি, আমার এ ও আমার তা ;
তোমার নিয়ে তুমি থাক, নিওনাক আমার যা।
আমার বাড়ী আমার ভিটে, আমার যা তা বড়ই মিঠে :
আমার নিয়ে কাড়াকাড়ি, আমার নিয়ে ভাবনা।
আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাবা, আমার মা,
আমার পতি, আমার পত্নী ;—সঙ্গে ত কেউ যাবে না।
আমার যত্নের দেহ ভবে তাও রেখে যেতে হবে :
আমার বলে' কারে ডাকি ?—চোখ বুজ্‌লে কেউ কারো না।

ঢালো, আরো ঢালো, আরো ঢালো, আরো ঢালো।
রূপের সঙ্গে তীব্রমদিরা লাগে ভালো ভারি লাগে ভালো।
স্বর্ণপাত্রে ঝর তুমি সুরা, সরসরক্ত-অধর মধুরা,
চুম্বন দাও শিরায় শিরায় লালসাবহ্নি জ্বালো জ্বালো।
আমরা ঢালিব রূপের আহুতি, জ্বলিবে দ্বিগুণ কামানল;
কামের সাগরে উঠেছি আমরা উর্ব্বশী, তুমি হলাহল;
আমরা ঝড়ের মত ব'য়ে যাই; বন্যার মত এস তুমি ভাই;
সর্ব্বনাশটি না করিয়া আজ যাব না লো সখি যাব না লো।

খাম্বাজ—একতালা।

কে পারে নিবারিতে হৃদয়েরই বেদনা,
সে বিনে নিজ করে দিয়াছে যে তাহারে।
হৃদয়ে যে ঘোর আঁধারে ঘেরে,
কে নিবারে, যে তারে গেছে প্রাণে ঘিরে সে বিনে
নাহি আর মধু রে মধুর অধরে :
শরত চাঁদিমা চরণে লুটায় অনাদরে :
হাসে কি গগন, ঘন ঘন আবরিলে তারে ?
বিফলে চন্দ্রমা তারারাজি ভায় তায় রে।

শঙ্করা—একতালা।

সুখের কথা বোলোনা আর, বুঝিছি সুখ কেবল ফাঁকি,
দুঃখে আছি, আছি ভাল, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যা'ন চোখের দেখা,
দু'দণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি।
দয়া করে' মোর ঘরে সুখ পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে মুখের হাসি হাস্‌তে হবে;
চোখে বারি দেখ্‌লে পরে, সুখ চলে' যা'ন বিরাগভরে;
দুঃখ তখন কোলে ধরে' আদর করে' মুছায় আঁখি।

হাম্বির—মধ্যমান।

(ওগো) জানিস্ ত, তোরা বল্ কোথা সে, কোথা সে।
এ জগৎ মাঝে আমারে যে প্রাণের মত ভালবাসে।
নিদাঘ নিশীথে, ভোরে, আধ-জাগা ঘুমঘোরে,
আশোয়ারি তানের মত, প্রাণের কাছে ভেসে আসে।
আসে যায় সে হৃদে মম, সৈকতে লহরী সম,—
মন্দার-সৌরভের মত বসন্ত বাতাসে ;
মাঝে মাঝে কাছে এসে, কি বলে' যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় সে মিশে ফুলের কোণে, চাঁদের পাশে।

খাম্বাজ—যৎ।

বসিয়া বিজন বনে, বসন-আঁচল পাতি,
পরাতে আপন গলে, নিজ মনে মালা গাঁথি॥
ভূষিতে আপন প্রাণ, নিজ মনে গাই গান;
নিজ মনে করি খেলা, আপনারে করে' সাথী
নিজ মনে কাঁদি হাসি, আপনারে ভালবাসি,
সোহাগ, আদর, মান, অভিমান, দিনরাতি।

ভীম পলশ্রী—মধ্যমান।

বাঁধি যত মন ভালবাসিব না তায়,
ততই এ প্রাণ তাঁরই চরণে লুটায়!
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই-
যত বাঁধি বাঁধ—তত ভেঙ্গে যায়।

বারোয়াঁ—ভরতঙ্গা।

প্রেম যে মাখা বিষে, জানিতাম কি তায়!
তা হ'লে কি পান করি' মরি যাতনায়!
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়;
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়।
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়,
প্রেমের কণ্টক-জ্বালা ঘুচিবার নয়।

খাম্বাজ—একতালা।

(একি,) দীপমালা পরি' হাসিছে রূপসী এ মহানগরী সাজি'
একি নিশীথ পবনে ভবনে ভবনে, বাঁশরী উঠিছে বাজি'।
একি, কুসুমগন্ধ সমুচ্ছ্বসিত তোরণে, স্তম্ভে, প্রাঙ্গণে,
একি, রূপতরঙ্গ প্রাসাদের তটে উছলিয়া যায় আজি।
গায় "জয় জয় মোগলরাজ ভারতভূপতি জয়"
দক্ষিণে নীল ফেনিল সিন্ধু উত্তরে হিমালয় ;
আজ, তার গৌরব পরিকীর্ত্তিত নগরে নগরে ভুবনে।
আজ, তার গৌরবে সমুদ্ভাসিত গগনে তারকারাজি।

কীৰ্ত্তন।

ভালবাসি যারে সে বাসিলে মোরে আমি চিরদিন তারি
চরণের ধূলি ধুয়ে দিতে তার দিব নয়নের বারি।
(তারে) দেবতা করিয়া হৃদয়ে রাখিব, রব তারি অনুরাগী
মরুভূমে জলে কাননে অনলে পশিব তাহারি লাগি'।
ভালবাসি যারে সে না বাসে যদি তাহে অভিমান নাই রে,
সুখে সে থাকুক্ চিরদিন তবু হবে দু'জনার ঠাঁই রে ;
নিরবধি কাল—হয়ত কখনও ভুলিব সে ভালবাসা ;
বিপুল জগৎ হয়ত কোথাও মিটিবে আমার আশা।

মিশ্র ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে, পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন, কেন চাহি সেই জনে ?
এ নিখিল স্বর মাঝে, তারি স্বর কানে বাজে,
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে।
মোহের মদিরা ঘোর, ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে মোর,
কেন রহে পিছে পড়ি' পাপবাঞ্ছা পরধনে।

পূরবী—যৎ।
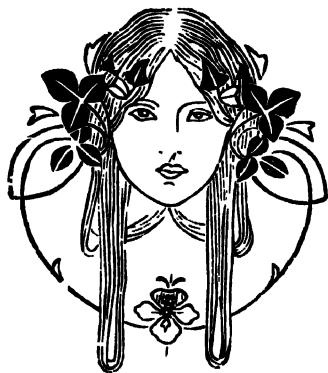
কোথা যাও হে দিনমণি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও ভাই
নিয়ে যদি গেলে চলে', তোমার সর্ব্ব গরিমাই।
চাহে কেবা রৈতে ভবে, আঁধার ছেয়ে আসে যবে!
 চাহে যে সে থাকুক্ পড়ে' আমি ত না রৈতে চাই।
তুফান মাঝে সিন্ধুনীরে আশার ভেলায় বেঁধে বুক,
থাকুক্ তারা যাদের কাছে বেঁচে থাকাই পরম সুখ;
যতদিন এ জীবন রাখি, আমি যেন সুখে থাকি,
সুখের বেলা ফুরিয়ে গেলে আমি যেন চলে' যাই।

মিশ্র খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেমনে কাটাবো সারা রাতি রে সে বিনে সই
—পলখ না হেরে যারে বাঁচিনে বাঁচিনে সই!
রাখি' এ হৃদয়পুরে, যারে, মনে হয় দূরে,
তারে দূরে রাখি র'ব কেমনে জানিনা সই।

ছায়ানট্—একতালা।

হৃদয় আমার গোপন করে', আর ত লো সই রৈতে নারি।
ভরা গাঙে ঝড় উঠেছে, থর থর থর কাঁপ্‌ছে বারি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৃত্য ভুলে, ছাপিয়ে উঠে কূলে কূলে,
বাঁধ দিয়ে এ মত্ত তুফান আর কি ধরে' রাখ্‌তে পারি।
মানের মানা শুনবো না আর মান অভিমান আর কি সাজে,
মানের তরী ভাসিয়ে দিয়ে ঝাঁপ দেবো এই তুফান মাঝে ;
যাবো তার তরঙ্গে চড়ি', দেখ্‌বো গিয়ে কোথায় পড়ি ;
জীবন যখন করেছি পণ সরমের ধার আর কি ধারি।

মেঘমল্লার—কার্ফা।

ঘন ঘোর মেঘ আই', ঘেরি' গগন,
বহে শীকরস্নিগ্ধ'চ্ছ্বসিত পবন,
নামে গভীর মন্দ্রে, গুরু গুরু গরজন
ছুটি উন্মাদিনী ঝঞ্ঝা, এসে
বিশ্বতলে পড়ে—লুণ্ঠিত কেশে
- -মুখে হা হা স্বন।
পিঙ্গল দামিনী মুহু মুহু চমকে
ধাঁধি নয়ন- কড় কড় কড়কে
বজ্র সঘন।

বাহার—ঢিমা তেতালা।

এস প্রাণসখা এস প্রাণে,
মম দীর্ঘ বিরহ অবসানে।
কর, তৃষিত প্রাণ অভিষিক্ত, তব প্রেমসুধারস দানে।
বন, আকুল, বন ফুলগন্ধে, বন, মুখরিত, মর্ম্মর ছন্দে,
বহে শিহরি' পবন মৃদুমন্দ, গাহে, আকুল কোকিল
কুহু কুহু তানে।
একি জোৎস্না গর্ব্বিত শর্ব্বরী ; একি পাণ্ডুর তারাপুঞ্জ ;
একি সুন্দর নীরব মেদিনী ; একি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ ;
বসে' আছি পাতি' মম অঞ্চল, অতি শঙ্কিত কম্পিত চঞ্চল ;
এস হে প্রিয় হে চিরবাঞ্ছিত ! —মম প্রাণ অধীর
প্রবোধ না মানে।

কাওয়ালী।

ভূপালী—একতালা।

আহা কি মাধুরী বিরাজে।

নন্দন কানন ভুবন মাঝে॥

উঠে রূপ রঙ্গে, তরঙ্গ ভঙ্গে,

নৃত্য-বিঘূর্ণিত শত পেশোয়াজে-

মণ্ডিত মোহন বিচিত্র সাজে।

চরণে কিঙ্কিণি, রিনি নি রিনি ঝিনি

তালে তালে উঠে---তাজ বেতাজে

বেণু বীণা ঘন মৃদঙ্গ বাজে॥

সিন্ধুড়া—একতালা।

যাও সতি পতি কাছে—
পতি বিনা সতীর কি গতি আছে মা!
পৃথিবীর যত দুঃখ শোক দেহ সনে পুড়ে ভস্ম হোক্;
যাও মা অক্ষয় স্বর্গলোক মাঝে মা!
পতি বিনা সতীর কি গতি আছে মা!
দেখ ঐ গগনে দেবগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ;
ঐ শুন জয়ভেরী ঘন বাজে মা!
পতি বিনা সতীর কি গতি আছে মা!

মিশ্র ইমন্—যৎ।

যদি এসেছো এসেছো এসেছো বঁধু হে—
দয়া করি' কুটীরে আমারি ;
আমি কি দিয়ে ভূষিব ভূষিব তোমারে
বুঝিতে না পারি।
আমি যাব কি ও হৃদি 'পর ছুটিয়া ?
আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া ?
হাসিব, সাধিব, ঢালিব চরণে
—নয়নের বারি ?
যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার, আশার অতীত গণি ;
আজি আঁধারে পথের ধূলার মাঝারে, কুড়ায়ে পেয়েছি মণি
যদি এসেছ দিব হৃদয়াসন পাতি' ;
দিব গলে নিতি নব প্রেমহার গাঁথি' ;
রহিব পড়িয়া দিবস রাতি হে
—চরণে তোমারি।

সাহানা—কাওয়ালী।

নীল গগন, চন্দ্রকিরণ, তারকাগণ রে!
হের নয়ন—হয় মগন চারু ভুবন রে!
নিদ্রিত সব কূজন-রব, নীরব ভব রে!
মোহন নব হেরি বিভব মেদিনী তব রে!
বাহিত ঘন স্নিগ্ধপবন জ্যোৎস্না মগন রে!
নন্দন-বন-তুল্য-ভুবন—মোহিত মন রে!

ভৈরবী—মধ্যমান।

এসো এসো বঁধু, বাঁধি বাহু ডোরে, এসো বুকে করে' রাখি
বুকে ধরে' মোর আধ ঘুমঘোরে সুখে ভোর হ'য়ে থাকি।
মুছে যাক্ চোখে এ নিখিল সব,
প্রাণে প্রাণে আজ করি অনুভব,
মিলিত হৃদির মৃদু গীতিরব—আধ নিমীলিত আঁখি।
বহুক্ বাহিরে পবন বেগে,
করুক্ গর্জ্জন অশনি মেঘে,
রবি শশী তারা হ'য়ে যাক্ হারা, আঁধারে ফেলুক্ ঢাকি'।
আমি তোমার বঁধু, তুমি আমার বঁধু, এই শুধু নিয়ে থাকি;
বিশ্ব হ'তে সব লুপ্ত হ'য়ে যাক্—আর যা রহিল বাকি।

বাউল।

জীবনটা ত দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল।
এখন যদি সাহস থাকে, মরণটাকে দেখ্‌বি—
ওরে মরণটাকে দেখ্‌বি, ওরে মরণটাকে দেখ্‌বি চল!
পড়ে' আছে অসীম পাথার, সবাই তাতে দিচ্ছে সাঁতার;
অঙ্গ এলে অবশ হ'য়ে সবাই যাবে রসাতল।
উপরে ত গর্জ্জে ঢেউ, সে দণ্ডমাত্র নয়ক স্থির;
নীচে পড়ে' আছে অগাধ স্তব্ধ শান্ত সিন্ধুনীর—
এতদিন ত ঢেউয়ে ভেসে দিলি সাঁতার উপর দেশে—
ডুব দিয়ে আজ দেখ্‌ব নীচে কতখানি গভীর জল।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তবে, আর কেন বহে মলয় পবন আর কেন পাখী গায় গান!
আজি, হৃদয়কুঞ্জে সুখমধুমাস হ'য়ে গেছে যবে অবসান।
আজি, চলে' গেছে এক সঙ্গীত, ছিল ছেয়ে যা আকাশ ভুবনে—
আমার নয়ন হইতে নিভে গেছে জ্যোতি, হৃদয় হইতে গেছে প্রাণ।

মিশ্র ইমন্—একতালা।

অতুল চিরবিমোহন তুমি সুন্দর সুরধাম।
শত স্মিতপরীবিহরিত, কুসুমিত, সুশ্যাম।
শত শীতল ঘন নিকুঞ্জ, শত বিহঙ্গ-মুখরিত রে,
শত নির্ঝর ঝর্ঝর ঝঙ্কারিত অবিরাম।
মলয়ানিলসেবিত মৃদু অমররূপরাশি রে—
বন উপবনময় শিহরিত গীতিগন্ধ হাসি রে;
হা অনাথা অমরাবতী! কি সুখে হতভাগিনী!
হাস হাস হাস তবু সুভূষিত অবিরাম।

কেদারা—ঢিমা তেতালা।

—কেন ঝরে বারিধারা ঘনশ্যাম বরিষায়,
যদি না জাগাতে হাসি রাশি রাশি বসুধায় ?
তবু যদি হাসে ধরা মুখের সে হাসি হায়—
অন্তরে দারুণ জ্বালা জ্বলে' যায় জ্বলে' যায় ॥

ভৈরবী—যৎ।

আজি, নূতন রতনে, ভূষণে যতনে,
প্রকৃতি সতীরে সাজায়ে দাও গো!
আজি, সাগরে, ভুবনে, আকাশে, পবনে,—
নূতন কিরণ ছড়িয়ে দাও গো।
আজি, পুরাণো যা কিছু, দাও গো ঘুচিয়ে;
মলিন যা কিছু ফেল গো মুছিয়ে;
—শ্যামলে, কোমলে, কনকে, হীরকে,
ভুবন ভূষিত করিয়ে দাও গো।
আজি, বীণায় মুরজে, স্বননে গরজে,
জাগিয়া উঠুক্ গীতি গো।
আজি, হৃদয়ে মাঝারে, জগত বাহিরে,
ভরিয়া উঠুক্ প্রীতি গো।
আজি, নূতন আলোকে, নূতন পুলকে,
দাও গো ভাসায়ে ভূলোকে দ্যুলোকে
নূতন হাসিতে বাসনা রাশিতে,
জীবন মরণ ভরিয়ে দাও গো।

সিন্ধু—মধ্যমান।

কি শেল বিঁধে আমার হৃদে আমারই প্রাণ জানে গো।
কি যাতনা সেই বুঝে, যারই বক্ষে হানে গো।
মিশে আছে কি সে বিষ, শিরায় শিরায় অহর্নিশ,
ঘিরে আছে কি আঁধার আমারই এ প্রাণে গো।
কিরণময় এক ভুবন মাঝে চলেছি এক ছায়া গো;
নীলাকাশে যাই গো ভেসে কালো মেঘের কায়া গো;
উঠে হাসি—মাঝে তার আমিই শুধু হাহাকার—
আমিই বিসংবাদী সুর এই বিশ্বের মধুর গানে গো।

ভূপালী—যৎ।

গম্ভীর গরজন বাজে মৃদঙ্গে—
শিঞ্জিনী ঝিনি ঝিনি উছলে সঙ্গে।
সুন্দর, মনোহারী, চঞ্চল সারি সারি,
নাচিছে নটনারী—বিবিধ ভঙ্গে;
হাস্যে, লাস্যে, বিশ্রম রঙ্গে।
উঠ তবে সঙ্গীত তালে তালে—
ছাও গগন সে ঘন স্বরজালে;
ছিঁড়িয়া বন্ধনে ফাটিবে ক্রন্দনে,
ক্রমে সে যাবে মিশি' আকাশ অঙ্গে,
শোক-বিনীরব তান তরঙ্গে।

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমরা এম্‌নিই এসে ভেসে যাই।
আলোর মতন, হাসির মতন, কুসুম-গন্ধ-রাশির মতন,
হাওয়ার মতন, নেশার মতন, ঢেউয়ের মতন এসে যাই।
আমরা অরুণ কনক কিরণে চড়িয়া নামি,
আমরা সান্ধ্য রবির কিরণে অস্তগামী;
আমরা শরত ইন্দ্রধনুর বরণে, জ্যোৎস্নার মত অলস চরণে,
চপলার মত চকিত চমকে চাহিয়া ক্ষণেক হেসে যাই।
আমরা স্নিগ্ধ, কান্ত, শান্তি, সুপ্তি ভরা,
আমরা আসি বটে তবু কাহারে দিই না ধরা,
আমরা শ্যামলে, শিশিরে, গগনের নীলে, গানে, সুগন্ধে,
কিরণে—নিখিলে,
স্বপ্নরাজ্য হ'তে এসে ভেসে স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই।

খাম্বাজ—একতালা।

নিতান্ত আমারই তবু যেন সে আমার নয়,
নিতি নিতি দেখি তবু নাই পাই পরিচয়;
বুকের মাঝারে আছে, খুঁজিয়া না পাই কাছে,
অন্তরে রয়েছে সদা তবু কেন—কেন ভয়!
যত ভালোবাসি যেন তত ভালোবাসি নাই;
যত পাই ভালোবাসা—আরো চাই আরো চাই,
পলকে তাহারে পাই, পলকে হারায়ে যাই,
মিলনে নিখিলহারা, বিরহে নিখিলময়।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর,
বিরাট দৈন্য দুঃখে, তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির।
জ্বালিল সেখানে যেই দাবাগ্নি সে রূপবহ্নি পদ্মিনীর,
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে যবন সৈন্য, ক্ষত্রবীর।

(কোরাস্)—

মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—রঞ্জিত করি' কাগার তীর,
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।
চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে ম্লেচ্ছ রাজায় গর্জ্জনীর,
হরিয়া আনিল কন্যা তাহার বিজয়-গর্ব্বে বাপ্পা বীর।

(কোরাস্)—

মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর ;
সবার—সবার হইতে মধুর যাহার শস্য যাহার নীর।

যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে গুঞ্জরি' স্তব যাহার শ্রীর,
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে সুরভি স্নিগ্ধ পবন ধীর।

(কোরাস্)—

মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির;
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার কাননতীর।
মাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমণী শ্রীর;
শৌর্য্যে স্নেহে ও শুভ্রচরিতে কে সম মেবার-সুন্দরীর।

(কোরাস্)

মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

গৌরী—আড়াঠেকা।

আয় রে আয় ভিখারীর বেশে এসেছি আজ তোদের কাছে,
হৃদয়ভরা প্রেম ল'য়ে আজ এ প্রাণে যা কিছু আছে।
এ প্রেমটুকু তোদের দিব, আর কিছু করি না আশা—
কেবল তোদের মুখের হাসি, কেবল তোদের ভালবাসা।
নাহিক আর বিরস হৃদয়, নাহিক আর অশ্রুরাশি ;
হৃদয়ে গড়ায় রে প্রেম, হৃদয়ে জড়ায় হাসি ;
ভাঙ্গা ঘরে শূন্য ভিতে শুনবি না আর দীর্ঘশ্বাসে ;
কি দুঃখেতে কাঁদ্‌বে সে জন প্রাণভরে যে ভালবাসে ?
আজ যেন রে প্রাণের ভিতর কাহারে বেসেছি ভালো,
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ মধুর আলো।

মিশ্র ভূপালী—একতালা।

জাগো জাগো পুরনারী।
জিনিয়া সমর আসিছে অমর—
বীরকুল তোমারি।
যদি, এসেছিল তারা করিতে ধ্বংস
মেবারে চন্দ্র সূর্য্যবংশ ;
গেছে তারা শুধু রঞ্জিত করি'
মেবারের তরবারি।
তারা যবনদর্প করিয়া খর্ব্ব,
দীপ্ত করিয়া মেবার গর্ব্ব,
এসেছে মেবার-ললাট হইতে
ঘন মেঘ অপসারি'।
আজি মেবারের মহামহিম অঙ্ক,
কর বিঘোষিত, বাজাও শঙ্খ,
বরিষ পুষ্প সৌধমঞ্চে—
দাঁড়াইয়া সারি সারি।
আরো, যারা পড়ে' আছে সমরক্ষেত্রে,
তাদের জন্য ভিজাও নেত্রে—
তাদের জন্য দাওগো—দুইটী
বিন্দু অশ্রুবারি।

মিশ্র সিন্ধু-খাম্বাজ—একতালা।

নিখিল জগত সুন্দর সব পুলকিত তব দরশে।
অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর-পরশে।
শূন্য ভুবন পুণ্যভরিত, দশদিক্ কলরব-মুখরিত,
গগন মুগ্ধ, চন্দ্র সূর্য্য শতধা মধু বরষে।
চাহ—অমনি নববিকশিত পুষ্পিত বন পলকে,
হাস—উজ্জল সহসা সব, বিমল কিরণঝলকে,
কত—স্নিগ্ধ অমিয়ভার, ক্ষরিত শত সহস্র ধার—
শুষ্ক শীর্ণ সরিৎ পূর্ণ নবযৌবন হরষে।
কেশে তব নৈশ নীল, অরুণভাতি বরণে :
অঙ্গে ঘিরি' মলয় পবন, শতদল ফুটি' চরণে ;
কুসুমহারজড়িত পাণি, অধরে মৃদু মধুর বাণী,
আলয় তব সুশ্যামল নববসন্ত সরসে।

গৌরী—ঢিমা তেতালা।

প্রেমে নর আপন হারায়, প্রেমে পর আপন হয়,
আদানে প্রেম হয়নাক হীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।
প্রেমে রবি শশী উঠে, প্রেমে কুঞ্জে কুসুম ফুটে,
বনে বনে মলয় সনে পাখী গাহে প্রেমের জয়।
সাগর মিলে আকাশ তলে, আকাশ মিশে সাগর জলে,
প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে, প্রেমে নদী উজান বয়।
স্বর্গ মর্ত্তে আসে নেমে, মর্ত্ত স্বর্গে উঠে প্রেমে,
প্রেমে গান গগনভরা, প্রেমে কিরণ ভুবনময়।

া—চোতাল।

রাজরাজ মহারাজ মহীপতি, শাস' ধরা অসীম প্রতাপে।
তব শৌর্য্যে যক্ষ রক্ষ অসুর সুর নর ত্রিভুবন কাঁপে।
তব মহিমা গায় জগজন;
করে মেঘ মৃদঙ্গ গরজন;
করে আরতি আকাশে রবিশশী, টলে মহীধর তব পদদাপে

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

উঠেছে ঐ নূতন বাতাস, চল্ লো কুঞ্জে ব্রজনারী।
বেজেছে ঐ শ্যামের বাঁশী, আর কি ঘরে রৈতে পারি।
কুঞ্জে পাখী গেয়ে উঠে গান,
বকুল গন্ধ দুকূল ছেয়ে আকুল করে প্রাণ ;
(বহে) চাঁদের আলোয় ঝিকিমিকি যমুনার ঐ নীলবারি।
রাধার নামে বাঁশী সেধে,
(ওসে) আকুল হোল কেঁদে কেঁদে ;
শত ভাঙ্গা মূর্চ্ছনাতে লুটিয়ে পড়ে মনের খেদে ;
আয় লো ফেলে মিছে কাজে.
দেখি কোথায় বাঁশী বাজে,
(ওসে) কেমন চতুর দেখ্‌বো আজি, কেমন চতুর বংশীধারী।

ললিত—ঝাঁপতাল।

অলক্ষিতে মুখে তার খেলে আলো জোছনার,
উজলি মধুর ধরা বিকাশি মাধুরী তার।
যবে সেই রহে পাশে, ধরণী কেমন হাসে ;
চ'লে যায় অমনি সে হ'য়ে আসে অন্ধকার।
এ রহস্য গূঢ়তর ;—যায় যদি শশিকর,
যায় না কুসুম-গন্ধ, যায় নাক কুহুস্বর ;
বিহনে তাহার—সব থেমে যায়, গীতরব ;
শুকায় সৌরভ ; যায় সব সুধা বসুধার।

মিশ্র মুলতান—মধ্যমান।

কত ভালবাসি তায়—বলা হোল না।
বড় খেদ মনে র'য়ে গেল—বলা হোল না।
হৃদয়ে বহিল ঝড়, বাষ্প রোধিল স্বর ;
মনের কথা মনে র'য়ে গেল—বলা হোল না।
যদি ফুটিল না মুখ—কেন ভাঙিলি না বুক—
খুলে দেখালিনে প্রাণ—বলা হোল না।

ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর, ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
এ মহা শ্মশানে ভগ্ন পরাণে আজি মা কি গান গাহিব আর!
মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিমা হায়!
ঘন মেঘরাশ, ঘেরিয়া আকাশ, হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।

(কোরাস্)—
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার!

গাহে নাকো আর কুঞ্জে তাহার পিকবর আজ হরষগান;
ফোটে নাকো ফুল, আসে না আকুল ভ্রমর করিতে সে মধুপান;
আর নাহি বয় শিহরি' মলয়; আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ;
মেবার নদীর ম্লান দুটী তীর, করে নাকো আর সে কলনাদ।

(কোরাস্)—
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার!

মেবারের বন বিষাদ মগন; আঁধার বিজন নগর গ্রাম;
পুরবাসী সব মলিন নীরব; বিষাদ মগন সকল ধাম;

নাহি করে আর খর তরবার, আস্ফালন সে মেবার বীর ;
নাহি আর হাসি, ম্লান রূপরাশি, ত্রস্ত মেবার সুন্দরীর।

(কোরাস্)
মেবার পাহাড় শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা —এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার !

এ ঘন আঁধার ! কিবা আছে তার ! সান্ত্বনা আর কে করে দান,
চারণ কবির বিনা সে গভীর অতীত মেবার মহিমা-গান !
গেছে যদি সব সুখ কলরব, অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক্।
চারণের মুখে সান্ত্বনা সুখে শূন্য মেবারে ধ্বনিয়া যাক্।

(কোরাস্)—
মেবার পাহাড় শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার !

[illegible]।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি'—
এ ক্ষুদ্র হৃদয় হায় ! ধরে না ধরে না তায়—
আকুল অসীম প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি',
রাখিনা কেনই যত কাছে ;
যুগল হৃদয়-মাঝে, কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে ?
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কি দিব এ ভালবাসা।
যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই,
দিয়া প্রেম মিটেনাক আশা।
হউক অসীম স্থান, হউক অমর প্রাণ,
ঘুচে যাক্ সব অবরোধ,
তখন মিটাব আশা, দিব ঢালি' ভালবাসা,
জন্ম ঋণ করি পরিশোধ।

ইমন্—একতালা।

সেথা. গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয়গৌরব জিনি' ;
সেথা, গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে—
. মানের চরণে প্রাণ বলিদানে,
মথিতে অমর মরণসিন্ধু, আজি গিয়াছেন তিনি।

(কোরাস্)—
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির ;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

সেথা, গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণে ;
সেথা, বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়,
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,
ভ্রূকুটীর সহ গর্জ্জন মিশে, রক্ত রক্ত সনে।

(কোরাস্)—
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির ;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

সেথা, নাহি অনুনয়, নাহি পলায়ন—সে ভীম সমর মাঝে ;
সেথা, রুধিররক্ত অসিত অঙ্গে,
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে,
গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিজয় বাদ্য বাজে।

(কোরাস্)—
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির :
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

সেথা, গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা
হেথা, হয়ত ফিরিতে জিনিয়া সমর,
হয়ত মরিয়া হইতে অমর,
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা।

(কোরাস্)—
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির ;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী।

আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে,
নিয়ে এই হাসি, রূপ, গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান।
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমভার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি' তোমার অধরে ধরি,—কর বঁধু কর তায় পান;
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ, ভালবাসা,
তোমাতে হউক্ অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন-সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছলজলদলকলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান;
আজি, এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ সমান।

গান

আজি, তোমার চরণতলে লুঠায়ে পড়িতে চাই,

তোমার জীবনতলে ডুবিয়ে মরিতে চাই,

তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে', আসিয়াছি তোমার নিধান :

আজি সব ভাষা সব বাক্,—নীরব হইয়া যাক্,

প্রাণে শুধু মিশে থাক্—প্রাণ।

মিশ্র ভূপালী—একতালা।

আমি, সারা সকালটি বসে' বসে' এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলিয়ে তোমারই গলায়, মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি, সারা সকালটি করি নাই কিছু, করি নাই কিছু বঁধু আর ;
শুধু, বকুলের তলে বসিয়া বিরলে, মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন, গাহিতেছিল সে তরুশাখা 'পরে সুললিত স্বরে পাপিয়া ;
তখন, দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে, প্রভাত সমীরে কাঁপিয়া ;
তখন, প্রভাতের হাসি পড়েছিল আসি', কুসুমকুঞ্জভবনে ;
আমি, তার মাঝখানে, বসিয়া বিজনে, মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু, মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু বকুল কুসুম কুড়ায়ে ;
আছে, প্রভাতের প্রীতি, সমীরণ গীতি, কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে ;
আছে, সবার উপরে মাখা তায় বঁধু, তব মধুময় হাসি গো ;
ধর, গলে ফুলহার, মালাটি তোমার, তোমারই কারণে গেঁথেছি।

বেহাগ খাম্বাজ—মধ্যমান।

তুমি, বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ,
(আমি) পারি না যে যেতে ছাড়ায়ে
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর—
(কি) প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ।
এ যে, চলে' যেতে বাধে চরণে,
'এ যে, বিরহে বাজে স্মরণে,
কোথা, যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে,
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

ভৈরবী—একতালা।

বেলা ব'য়ে যায়—

ছোট মোদের পান্‌সী-তরী, সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার—বকুল, যূথী দিয়ে গাঁথা সে,
রেশমী পাল্‌ উড়্‌ছে মধুর মধুর বাতাসে ;
হেল্‌ছে তরী, দুল্‌ছে তরী—ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক, নূতন প্রেমে ভোর ;
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে ঘুমের ঘোর ;
বাঁশীর ধ্বনি, হাসির ধ্বনি উঠ্‌ছে ছুটে ফোয়ারায়।
পশ্চিমে জ্বল্‌ছে আকাশ সাঁঝের তপনে ;—
পূর্বে ঐ বুন্‌ছে চন্দ্র মধুর স্বপনে ;
কচ্ছে নদী কুলুধ্বনি, বইছে মৃদু মধুর বায়।

মিশ্র কেদারা—একতালা।

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা :—
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;

(কোরাস্)—

এমন দেশটা কোথায় খুঁজে পাবেনাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে !
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে ;

(কোরাস্)-

এমন দেশটা কোথায় খুঁজে পাবেনাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে —আমার জন্মভূমি।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে !

(কোরাস্)—

এমন দেশটা কোথায় খুঁজে পাবেনাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী ;

গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—

তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে ;

(কোরাস্)—

এমন দেশটী কোথায় খুঁজে পাবেনাক তুমি,

সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

ভা'য়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ !

—ওমা তোমার চরণ দুটী বক্ষে আমার ধরি',

আমার এই দেশেতে জন্ম - যেন এই দেশেতে মরি -

(কোরাস্)—

এমন দেশটী কোথায় খুঁজে পাবেনাক তুমি,

সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

মিশ্র ভূপালী—একতালা।

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু—আমরা তোমায় ভালবাসি।
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা তাই, তোমার কাছে ছুটে আসি।
তুমি শুধু দিয়ো হাসি, আমরা দিব অশ্রুরাশি,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, বঁধু, আমরা কেমন ভালবাসি।
গাঁথি মালা শতদলে, দিব তব পদতলে,
তুমি হেসে ধর গলে, আমরা দেখ্‌বো তোমার মধুর হাসি;
তুমি কভু দয়া করে', বাজিও তোমার মোহন বাঁশী;
শুন্‌তে তোমার বাঁশীর ধ্বনি, বঁধু! আমরা বড় ভালবাসি।
তুমি মোদের হোয়ো প্রভু, আমরা তোমার হব দাসী;
তুমি যে হে ব্রজের বঁধু, আর, আমরা যে গো ব্রজবাসী।
ভালবাস নাহি বাস, নইক তার অভিলাষী—
আমরা শুধু ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি।

খাম্বাজ—একতালা।

আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে, নূতন পাতায়, নূতন ফুলে
শুনি, পড়ে' প্রেমফাঁদে, তারা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখ-নদীর উপকূলে।
জানি না ত প্রেম কি সে, চাহি না সে মধুবিষে ;
আমি শুধু বেড়িয়ে বেড়াই, নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি ;
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে এই এলোচুলে।

ইমন্—একতালা।

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা ;
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্রতারা ;
দীপ্ত করি' সে তিমির জাগে কাহার আননখানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো —আমার হৃদয়রাণী।
জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে,
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি' ধরণী মুগ্ধনয়নে চাহে ;
তখন স্মরণে বাজে কাহার—মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
আঁধারে আলোকে, কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,
তাহারই হাসিটী ভাসে হৃদয়ে, তাহারই মুরলী বাজে ;
উজল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীরখানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলনমধুর হাসি,
শুনিব বিরহনীরব কণ্ঠে মিলনমুখর বাণী,—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।

কীর্ত্তন।

আর, কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা।
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ—আমিত তাহারে পাব না।
আজি, তবু তারে স্মরি', সতত শিহরি কেন আমি হতভাগিনী ;
কেন, এ প্রাণের মাঝে নিশিদিন বাজে, সেই এক মধুরাগিণী।
শুনি,—উঠে সেই গান নীরব মহান্, যায় সে আকাশ ছাপিয়া ;
দেখি, শুনি' সেই ধ্বনি, শিহরে ধরণী, তারাকুল উঠে কাঁপিয়া ;
আমি, চেয়ে থাকি—স্থির নীরব গভীর নির্ম্মল নীল নিশীথে ;
কেন—রহি' এ মহীতে সসীম হইতে চাহি সে অসীমে মিশিতে।
আমি পারি না ত হায়, ধূলায় গড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো ;
তবে, কেন হেন যেচে, দুখ লই বেছে, কেন না ভুলিতে পারি গো
না না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক্ আমরণ মম স্মরণে ;
আমি, লভেছি যদি এ বিরস জীবন, লভিব সরস মরণে।

মিশ্র ইমন্—যৎ।

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী,—
গর্জ্জে সিন্ধু ; চলিছে তরণী !—
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,
ভেদি' সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর !—
"ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ্ মা চাহি'
এই ত এসেছি আর চিন্তা নাহি—
জননীহীনা কন্যা দীনা
ওঠ্ মা ওঠ্ মা প্রদীপটা ধর।
লঙ্ঘি' বনানী পর্ব্বতরাজি,
তোর কাছে এই আমি এসেছি ত আজি।
কোথায় জননী ? গভীর রজনী,
গর্জ্জে অশনি, বহিছে ঝড়।
"একি" !—কুটীর যে মুক্তদ্বার !
নির্ব্বাণ দ্বীপ !—গৃহ অন্ধকার—
কোথায় জননী ! কোথায় জননী !
শূন্য যে শয্যা—শূন্য যে ঘর।"—

সে ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্তনিনাদে,

বিধাতৃ চরণে পড়িয়া কাঁদে,

চরণা-ঘাতে বজ্র-নিপাতে

মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী'পর।

বেহাগ খাম্বাজ—চৌতাল।

আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে,
বাজ মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে,
পাল তুলে দাও, ভেসে যাক শুধু সাগরে জীবন তরণী।
উলসি' উছলি উঠুক নৃত্য,
করুক সন্ধি জীবন মৃত্যু,
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্ত্যে, স্বর্গে উঠুক ধরণী।
চঞ্চল-চল-চরণভঙ্গে
উঠুক লাস্য অঙ্গে অঙ্গে,
ফুটুক হাস্য সরস অধরে; ছুটুক ভাতি নয়নে;
উঠিয়া গীতি-মধুর-মন্দ্র
লুটিয়া নিউক সূর্য্য চন্দ্র,
অসহ পুলকে উঠুক শিহরি' ধরণী অরুণবরণী।

মিশ্র বাগেশ্রী—আড়া।

সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী
তুমি হাস আপন মনে, আমি কাঁদি তোমার লাগি'।
সুখের স্বপন ঘুমে, ঘুমায়ে থাক গো তুমি,
আমি র'ব অধোমুখে, তোমার শিয়রে জাগি'।
তব শতমনোরথে, তোমার কিরণপথে,
দাঁড়াব না আমি আসি' তোমার করুণা মাগি'।
তুমি শুধু সুখে থাক,—আমি কিছু চাহিনাক,—
শুধু দূরে, অনাদরে, র'ব তব অনুরাগী।

বসন্ত—তেওট।

এই সব—হে অসীম ব্যোমবিহারী
দেবব্রহ্ম !—এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমারি
খণ্ডরূপ। মহাশূন্য অব্যয় অক্ষয়
তোমারি জ্যোতিতে কাঁপে।—মহাশক্তিময় !—
তোমারি শক্তিতে ঘুরে প্রদীপ্ত আকাশে
বিক্ষিপ্ত বিপুল পৃথ্বী। তোমারি নিঃশ্বাসে
প্রশ্বাসে অসীম বিশ্ব। নিত্য নিভে জ্বলে
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তব পদতলে।
আসে যায় রাত্রি দিবা নিত্য,
নৃত্য করি আবর্ত্তে বসন্ত বর্ষা ধরণী উপরি।
গভীর গর্জ্জনে বজ্র তোমারি মহিমা
নির্ঘোষে। তোমারি সৌম্য নম্র মধুরিমা
সুগন্ধ কুসুমে হাসে ! তুঙ্গ শৈলশির,
উচ্চ সানু, ঘন নীল জলধি গম্ভীর,
নির্ম্মল নির্ঝরকান্তি, ভূকম্প, ঝটিকা,
ধীর স্নিগ্ধ মলয়, মাধুরী মাধবিকা.

দুর্ভিক্ষ উলঙ্গ, শস্যশ্যামলতা ছবি,
মনুষ্য, পতঙ্গ, কীট, নগর অটবী,
ক্রোধ, স্নেহ, সুখ, দুঃখ ;—এ নিখিল ভূমি-
সর্ব্ববিশ্বে, সর্ব্বভূতে—বিরাজিত তুমি।

সিন্ধুড়া—রূপক।

আইল ঋতুরাজ সজনি, জ্যোৎস্নাময় মধুর রজনী,
বিপিনে কলতান মুরলী উঠিল মধুর বাজি।
মৃদুমন্দসুগন্ধপবনশিহরিত তব কুঞ্জভবন,
কুহু কুহু কুহু ললিততানমুখরিত বনরাজি।
পর সখি পর নীলাম্বর, পর সখি ফুলমালা ;
চল সখি চল কুঞ্জে চল, বিরহবিধুরা বালা।
করিগে চল কুসুম চয়ন, রচিগে চল পুষ্পশয়ন,
ফিরিবে তব নাথ সজনি, হৃদয়ে তব আজি !
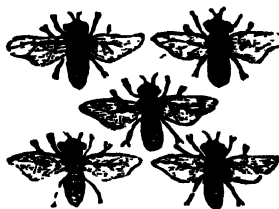
মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

যাচ্ছে ভেসে সাদা সাদা নীরদ সাঁঝের কিরণমাখা।
উড়্‌ছে যেন বিশ্বশোভার শুভ্ররঙ্গিন জয়-পতাকা।
আয় লো মোরা সঙ্গে ভেসে, চলে' যাই ঐ পরীর দেশে ;
মলয় হাওয়ায় গা ঢেলে দেই, নীল আকাশে মেলিয়ে পাখা।
দেখ্‌না কেমন দেখ্‌তে মানুষ, দেখ্‌না কেমন দেখ্‌তে ধরা।
জীবনটা কি শুধুই ভাবা, শুধুই নীরস কার্য্য করা ?
কি হবে রে সে সব জেনে, নে রে জীবন ভোগ করে' নে,
নৈলে জগৎ শুধুই ধূলো, জীবন শুধুই বেঁচে থাকা।

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমরা—মলয় বাতাসে ভেসে যাবো

শুধু কুসুমের মধু করিব পান :

ঘুমাবো কেতকী-সুবাস-শয়নে, চাঁদের কিরণে করিব স্নান।

কবিতা করিবে আমাকে বীজন, প্রেম করিবে—স্বপ্ন সৃজন,

স্বর্গের পরী হবে সহচরী, দেবতা করিবে হৃদয় দান।

সন্ধ্যার মেঘে করিব দুকূল, ইন্দ্রধনুরে চন্দ্রহার :

তারায় করিব কর্ণের দুল, জড়াবো গায়েতে অন্ধকার :

বাষ্পের সনে আকাশে উঠিব, বৃষ্টির সনে ধরায় লুঠিব,

সিন্ধুর সনে সাগরে ছুটিব, ঝঞ্ঝার সনে গাহিব গান।

সিন্ধু খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

কি বিষম মরুভূমি হোত জীবন, বৃথাই হোত ভবে আসা—
যদি না রৈত হেথা প্রাণের ভিতর ভুবনভরা ভালোবাসা!
প্রকৃতি, কুঞ্জে গাছে, লতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে,
শুধু এক, নানা বর্ণে, নানা গন্ধে ফুটে আছে ভালোবাসা।
ও শুধু, চিন্তা করা, হিসাব করা, অঙ্ক কসা, টাকা গোণা;
এ শুধু, চক্ষু মুদে হেলান দিয়ে বিভোর হ'য়ে বাঁশী শোনা।
ও শুধু, তর্ক করা, এ গলা জড়িয়ে ধরা,
এ শুধু, বুকে রাখা, চেয়ে থাকা—শুধু হাসা, শুধু হাসা।
ও শুধু, তুষ্ট করে, পুষ্ট করে—ক্ষুধায় শুধু খেতে পাওয়া;
এ শুধু, মধু খাওয়া, মধু খাওয়া, চক্ষু মুদে মধু খাওয়া।
ও শুধু, ধূলায়, কাঁটায়, শুধু তাড়ায়, শুধু হাঁটায়;
এ শুধু, জ্যোৎস্নালোকে মৃদুল হাওয়ায় নৌকা করে' জলে ভাসা।

মেঘমল্লার—ধামার

বন্দে রত্নপ্রভবমধিপং রাজবংশপ্রদীপং
শক্রত্রাসং প্রবলমতিশং ক্ষেমমৌলিং বরেণ্যম্
ধন্যা কাশিস্ত্বয়ি সমুদিতে ধন্যমেতৎ কুটীরম্
আগচ্ছ স্বঃপ্রতিমনগরীং স্বাগতং তে ক্ষিতীশ।

মিশ্র বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা।

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো।
রাখিস্ না আর মায়ায় ঘেরে, স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দে রে—
উধাও হ'য়ে মিশিয়ে যাই, এমন রাত আর পাবো না লো।
পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে ;
থামা এখন বীণার ধ্বনি, চুপ্ করে' শোন্ বাইরে এসে ;
বুক এগিয়ে আসে মরণ, মায়ের মত ভালোবেসে—
এখন যদি মর্ত্তে না পাই, তবে আমার মরণ ভালো।
সাঙ্গ আমার ধূলা-খেলা—সাঙ্গ আমার বেচা-কেনা :
এয়েছি করে' হিসেব নিকেশ যাহার যত পাওনা দেনা।
আজি বড়ই শ্রান্ত আমি—ওমা কোলে তুলে নে না ;
যেখানে ঐ অসীম সাদায়—মিশেছে ঐ অসীম কালো।

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে !
শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি, ধূসরতরঙ্গভঙ্গে !
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণ-যুগ মাই,
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি',
বহিছ জননি এ ভারতবর্ষে—কতশত যুগ যুগ বাহি',
করি' সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্যতরঙ্গে।
নারদকীর্ত্তনপুলকিতমাধববিগলিতকরুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জ্জটিজটিলজটা'পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধার জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে—
নামি' ধরায় হিমাচলমূলে—মিশিলে সাগর সঙ্গে।
পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—
মা ভাগীরথি ! জাহ্নবি ! সুরধুনি ! কলকল্লোলিনি গঙ্গে !

বারোঁয়া—কাওয়ালী।

কি সুখে জীবন রাখি।

আমার, চন্দ্রসূর্য্য নিভে গেছে অন্ধ আমার দুটি আঁখি

দেখি শুধু চারিধার

ঘন ঘোর অন্ধকার,

কেন আর কেন আর কেন আর বেঁচে থাকি।

সিন্ধুড়া—যৎ।

ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী।
ভুজঙ্গভৈরব বিষাণভীষণ ঈশান শঙ্কর শ্মশানচারী।
বামদেব শিতিকণ্ঠ উমাপতি ধূর্জটি পশুপতি রুদ্র পিনাকী,
মহাদেব মৃড় শম্ভু বৃষধ্বজ ব্যোমকেশ ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি।
স্থাণু কপর্দ্দী শিব পরমেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গাধর স্মরহর
পঞ্চবক্ত্র হর শশাঙ্কশেখর কৃত্তিবাস কৈলাসবিহারী।

মিশ্র সিন্ধু—কাওয়ালী।

যেন এমনিই হেসে চলে' যাই।
বয়সের ত্রুটি, জরার ভ্রূকুটি—
চরণের তলে দলে' যাই।
আপনার দিকে ফিরেও চাবো না,
দুঃখের সীমা ঘেঁষেও যাবো না,
পাবো কি পাবো না রবে না ভাবনা,
পরের দুঃখে গলে' যাই।

ভৈরোঁ—কাওয়ালী।

আজি সেই বৃন্দাবন কেন মনে পড়ে হায়!
আজি এ বিজন তীরে—সেই সব পুনরায়!
সেই যমুনার হাওয়া, সে সুবাসে ভেসে যাওয়া,
সে নীরব পথ চাওয়া, সে শারদ জোৎস্নায়।
অধরে শুধু সে বাঁশী, অন্তরে শুধু সে হাসি,
শুনি শুধু জলরাশি -উছলিত যমুনায়।
সেই সব সেই সব করি আজ অনুভব--
কাহার নূপুর রব দূরে ঐ শোনা যায়।

কাফি—ঠুংরী।

সে যে আমার নিখিল জগৎ, সে যে আমার অন্তঃস্থল ;
সে যে আমার মুখের হাসি, সে যে আমার চোখের জল।
সে যে আমার বুকের জ্বালা, সে যে আমার গলার হার ;
সে যে আমার চাঁদের আলো, সে যে আমার অন্ধকার।
সে যে আমার দুখের মরণ, সে যে আমার সুখের গান ;
সে যে আমার নিশার প্রভাত, সে যে আমার অবসান।
সে যে আমার ইহজীবন, সে যে আমার পরপার—
সে যে আমার বিজয় ভেরী, সে যে আমার হাহাকার।
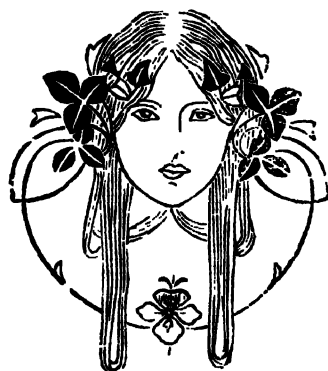
খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি!
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা (এবার) পাঠিয়ে দিছি যমের বাড়ী।
ফেলেছিলি গোলক-ধাঁধায়—মা হ'য়ে কি এমন কাঁদায়!—
(শেষে) ছেলের কান্না শুনে অমনি (ও তোর) কেঁদে উঠ্‌ল
মায়ের নাড়ী।
হাতে ধরে' নিলি মোরে (আমি) ভাবনা ভীতি গেলাম ভুলে,
চোখের বারি মুছিয়ে দিয়ে (তখন) নিলি আমায় কোলে তুলে;
ভবার্ণবে দিশে-হারা—পাচ্ছিলাম না কূল-কিনারা,
(তখন) দেখা দিলি ধ্রুবতারা (অমনি) তারা বলে' দিলাম পাড়ি।

মিশ্র ইমন্—মধ্যমান।

আমি, চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে
—ধীরে দিবা হয় অবসান।
আমি, নিভৃতে নয়ন-নীরে করি অভিষিক্ত নৈশ-উপাধান।
উষা অনাদরে এসে ফিরে যায়,
লাগে এসে বায়ু বিকারের গায়,
তন্দ্রাজড়িত অলস শ্রবণে পশে প্রভাতের পিকগান।
আমি, জানি না কাহারে বলিতে আপন,
তারা এসে হেসে চলে' যায় ;—
আমি, অপর কাহার জীবন যাপন
করি যেন এসে বসুধায়—
আমি, বেঁচে আছি—নাহি জানি কি কারণ,
—জীবন শুধুই জীবনধারণ ;
আমি, চাপিয়া চক্ষে রাখি আঁখিবারি,
চাপিয়া বক্ষে অপমান।

সিন্ধু—মধ্যমান।

আর কেন মা ডাক্‌ছ আমায়, এই যে এইছি তোমার কাছে।
আমায় নাও মা কোলে দাও মা চুমা এখন তোমার যত আছে।
সাঙ্গ হ'ল ধূলা-খেলা, হ'য়ে এল সন্ধ্যাবেলা,
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা এখন তোমায় হারাই পাছে।
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি—মা তোমার ঐ বুকের মাঝে
এবার যদি পেইছি শ্যামা, আর ত তোমায় ছাড়্‌ব না মা
ওমা, ঘরের ছেলে পরের কাছে মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।

মিশ্র কানাড়া—আড়া।

তোমারেই ভালবেসেছি আমি
তোমারেই ভালবাসিব।
তোমারই দুঃখে কাঁদিব সখে
তোমারই সুখে হাসিব।
তব হাস্যোজ্জ্বল-বিকশিত-শতদল—
বিতরিব তোমারই গৌরব পরিমল;
সজলজলদজাল-ম্লান-গগন-তলে
তোমারই নয়নজলে ভাসিব।
মিলনে করিব তব চিত্তবিনোদন
তোমারই মিলন-গীতি গাহিয়া;
বিরহে মলিনমুখে শূন্য নয়নে দুঃখে
রহিব তোমারই পথ চাহিয়া।
মেলেছি নয়ন তব জ্যোৎস্নার জাগরণে,
মুদিব নয়ন তব সুপ্ত নয়ন সনে,
জীবনে মরণে আমি তোমারই, তোমারই কাছে
জনমে জনমে ফিরে আসিব।

এ কি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ মন্থর—
এ কি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্ম্মর।
এ কি নিখিল বিশ্বহাসি,—
এ কি সুরভি, স্নিগ্ধশিশিরসিক্ত কুসুম রাশি রাশি—
এ কি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব—
এ কি সরিৎ রঙ্গ, শত তরঙ্গ নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।
কভু কোকিল মৃদুগীতে
উঠে জাগি' শব্দ বিনিস্তব্ধ স্বপ্নময় নিশীথে—
উঠে বেণুগান মধুরতান করি' বিলাপ কম্পিত—
ঘন অবিশ্রান্ত—বিমলকান্ত নীল শান্ত অম্বর।
এ কি কোটি মুগ্ধতারা!—
এ কি মধুর দৃশ্য—প্লাবি' বিশ্ব চন্দ্রকিরণ-ধারা—
এ কি স্তিমিত নয়ন, শিথিল শয়ন অলসবিভল শর্ব্বরী—
শশী বাহুলগ্ন মুগ্ধ মগ্ন সুপ্ত স্বপ্ন সুন্দর।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

শুধু দু'দিনেরই খেলা।
ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা।
আশার ছলনে কত উঠি পড়ি,
কত কাঁদি হাসি, কত ভাঙ্গি গড়ি,
না বাঁধিতে ঘর হাটের ভিতর
ভেঙ্গে যায় এই সাধের মেলা।
আমাদেরও এই দেহ, প্রাণ, মন,
সুখ দুঃখ, এই জীবন, মরণ,
এও বিধাতার পুতুল খেলা,
শুধু গড়া আর ভাঙ্গিয়া ফেলা

ভৈরবী—মধ্যমান।

পেয়ে মাণিক হারালাম মা আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া।
আঁধারে পথ দেখ্‌তে পাইনে, কোথা আছিস্ দে মা সাড়া
আপন যারা ছিল পাড়ায় —একে একে সরে' দাঁড়ায়,
তুইও শেষে যাস্‌নে ভেসে —ওমা এসে কাছে দাঁড়া।

মিশ্র বাগেশ্রী—ঢিমা তেতালা।

এ জগতে আমি বড়ই একা, আমি বড়ই দীনা।
বিদেশিনী আমি হেথা, তোমা বৈ কারেও চিনি না।
দীর্ঘ দিবা অবসানে, ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত প্রাণে,
তোমার কাছে ধেয়ে আসি, কে আছে আর তোমা বিনা।
ল'য়ে শত প্রাণের ক্ষত তোমার কাছে ছুটে আসি,
তোমার বুকে রাখ্‌তে মাথা, তোমার মুখে দেখ্‌তে হাসি :
শুষ্ক ধরা, শূন্য ধরা, অসীম তাচ্ছিল্য ভরা,
তুমিও মুখ ফিরায়ো না, তুমিও কোরো না ঘৃণা।